CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 February, 2020 ■ আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২৭ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অগ্নিদগ্ধ দুই নির্যাতিতা গৃহবধূর মৃত্যু জিবিতে
শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত যুবক খুন খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা /খোয়াই, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। পণের দায়ে গৃহবধূ নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অগ্নিদগ্ধ দুই গৃহবধূ চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। তারা হল অভয়নগরের গৃহবধূ সুষমা দেবনাথ এবং কাশিপুরের সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধূ ইয়াসমিন আক্তার। দুটি ক্ষেত্রেই থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত যুবক জেল থেকে বেরিয়ে আসতেই খুন হয়েছে। এই খুনের ঘটনা খোয়াইয়ের মহাবীর চৌমুহনিতে।

রাজ্য সরকার নারী নির্যাতন, গৃহবধূ হত্যা, ধর্ষণ সহ অন্যান্য বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিলেও এইসব সামাজিক অপরাধ বন্ধ করা যাচ্ছে না। প্রতিনিয়তই নারী নির্যাতন, ধর্ষণ সহ সামাজিক অপরাধপ্রবণতা বেড়ে চলেছে। জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, অগ্নিদগ্ধ দুই গৃহবধূর চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার অভয়নগরের অপরজন কাশিপুরের।

অভয়নগর পশু হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা গৃহবধূ সুষমা দেবনাথকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ করে তার স্বামী। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে গৃহবধূ সুষমা। সুষমার বোন সোমা দেবনাথ জানান, মাত্র ৭ মাস আগে সামাজিক প্রথায় সিধাই মোহনপুরে সুষমার বিয়ে হয়েছিল অভয়নগরের রাজীব দাসের সঙ্গে। বিয়েতে পাত্র পক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার সহ যাবতীয় আসবাবপত্র মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাদের খাই মেটেনি। গৃহবধূর উপর তার স্বামী প্রতিনিয়ত নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। এরই শেষ পরিণতি ঘটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। জানা যায়, গৃহবধূ সুষমা পাচ মাসের অন্তসত্ত্বা ছিল। এ ব্যাপারে তার বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে অভিযুক্ত স্বামী রাজীব দাসের বিরুদ্ধে আগরতলা পূর্ব মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্বামী রাজীব দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। বর্তমানে সে জেল হাজতে। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনরা তার কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন।

পনের দায়ে গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে সংখ্যালঘু পরিবারগুলির মধ্যেও। কাশিপুরের আব্দুল আহাদ ভুঁইয়া সঙ্গে ১৫ মাস আগে সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল নন্দননগর এলাকার ইয়াসমিন আক্তারের। গত ৬ ফেব্রুয়ারি পনের দায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গৃহবধূ ইয়াসমিনের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহবধূ ইয়াসমিন আকতারের মৃত্যু হয়েছে। মৃত গৃহবধূর মামা অভিযোগ করেছেন, সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করার পরও পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। রাজ্য সরকার যখন নারী নির্যাতন বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে তখনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে অনুপ্রবেশ পৃথক স্থানে ধৃত ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী।। অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করার সময় পৃথক স্থানে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সীমনা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন মতাইপাড়া এলাকায় কালভার্টের নীচ দিয়ে সীমান্ত ডিঙিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লকের অধীন কালাইগিরি চেতলাং সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় দুই বাংলাদেশি এবং একজন ত্রিপুরার নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ।

অনুপ্রবেশ নিয়ে আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, সীমনা বিধানসভা কেন্দ্রের মতাইপাড়া এলাকা দিয়ে প্রতিদিন অনুপ্রবেশ ঘটছে। গত ২৮ ডিসেম্বর ওই এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে মোহনপুরের মহকুমাশাসক এবং বিএসএফ-এর ডেপুটি কমান্ডেন্টকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছিলাম এবং ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, আজ মতাইপাড়া এলাকায় একটি কালভার্টের নীচে দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় ৯ জনকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি।

এ-বিষয়ে সিধাই থানাধীন সুন্দরটিলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীতিময় চাকমা বলেন, আজ বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের সময় নয় জনকে আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, বকুল দাস (৩০), পুতুল দাস (৭৫), অনিল দাস (৭০), রঞ্জন দাস (৪৪) মিনু দাস (৪৫) সুস্মিতা দাস (২০)-সহ আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাদের আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করা হবে। দীতিময় চাকমার কথায়, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ওই ৯ জনের মধ্যে কয়েকজন ত্রিপুরার নাগরিক। অন্যরা তাদের সাথে বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন। তবে তাদের কারোর কাছেই বৈধ কোনও কাগজ পাওয়া যায়নি।

এদিকে, ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লকের অধীন কালাইগিরি চেতলাং সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের সময় দুই বাংলাদেশি এবং একজন ত্রিপুরার নাগরিক বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়েছে। তাদের ইরানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুই বাংলাদেশি নাগরিক মাসুম মিয়াঁ (৩৩) ও মোহাম্মদ রশিদ (৫৫) এবং ত্রিপুরার নাগরিক ফকর উদ্দিনকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লী ভোটের গণনা, উৎকণ্ঠায় আপ ও বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দিল্লিতে ফের কী হ্যাটট্রিকের পথে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, নাকি রাজধানীতে এবার ফুটবে পদ্মফুল? যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে ১১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার। গত শনিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনের ভোটগ্রহণ হয়েছে।

বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলেই ইঙ্গিত, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসতে চলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যদিও, বুথ ফেরত সমীক্ষাকে পাত্তা দিতে নারাজ বিজেপি। বিজেপি ১১ ফেব্রুয়ারি, ভোটের ফলাফলের অপেক্ষাতেই রয়েছে।

প্রথম বার ২০১৩ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, দিল্লিতে শেষ বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল ২০১৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। সেবার ৭০টি আসনের মধ্যে আম আদমি পার্টি জিতেছিল ৬৭টি আসনেউ বাকি তিনটি পেয়েছিল বিজেপিউ কংগ্রেস কোনও আসনে জেতেনিউ ২০২০ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কী হয়, আপাতত সেই অপেক্ষায় রাজধানী। দিল্লির দিকেই নজর গোটা দেশবাসীর।

দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় দন্ডিতদের ফাঁসি নিয়ে আজ শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী।। দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত চার দণ্ডিতকে আলাদা ভাবে ফাঁসি দেওয়া যায় কি না, মঙ্গলবার, ১১ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, নির্ভয়া মামলায় চার দণ্ডিতকে আলাদা ভাবে ফাঁসি দেওয়া যাবে না। প্রত্যেককে একইসঙ্গে ফাঁসি দিতে হবে। সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্র ও দিল্লি সরকার।

গত সপ্তাহেই এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি। সেই মতো মঙ্গলবার নির্ভয়া মামলায় কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি হবে সর্বোচ্চ আদালতে। প্রসঙ্গত, দিল্লি গণধর্ষণ মামলায় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত চার আসামির ফাঁসি কার্যকর করা নিয়ে চলছে দীর্ঘ আইনি লড়াই।

ফাঁসির সাজা এড়িয়ে যেতে নির্ভয়া কাণ্ডের দণ্ডিতরা আলাদা আলাদা ভাবে আইনি সংস্থান খুঁজছে। এক জনের আর্জি খারিজ হচ্ছে, তো অন্য জন একই আর্জি নিয়ে আদালত বা রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, সে দিকেই নজর দেশবাসীর।

খাসতালুক বিলোনীয়ায় অভিনন্দনের জোয়ার

সংবিধানকে এক ইঞ্চিও পরিবর্তন করতে দেব না ঃ বাদল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ ফেব্রুয়ারী।। পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী তথা বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী সোমবার তাঁর খাসতালুকে যান। দীর্ঘদিন পর বিলোনিয়াবাসী বাদল চৌধুরীকে কাছে পেয়ে উন্মাদনায় ভেসেছেন। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ভারতের সংবিধানকে এক ইঞ্চিও পরিবর্তন করতে দেব না। বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ-এর ১১ দফা দাবিতে মিছিল ও জমায়েত কার্যত বাদল চৌধুরীর ঘরে ফেরার কর্মসূচিতে পরিণত হয়।

স্বদলীয়দের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে বাদল চৌধুরীকে। তাই জামিনে মুক্তি পেয়ে প্রথমবারের মতো বিলোনিয়ায় পা রাখতেই তাঁকে সিপিএম মহকুমা পার্টি অফিসে পুষ্পবৃষ্টিতে স্বাগত জানানো হয়েছে। সেখানে বাম ছাত্র যুব সংগঠন ও অন্যান্য বাম সংগঠন সংবর্ধনা জানায় তাঁকে। বাদল চৌধুরীর জন্য আজ মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

সংবর্ধনা শেষে সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ ১১ দফা দাবি আদায়ে পথে নামে বাম যুব সংগঠন। সিপিআই (এম) বিলোনিয়া মহকুমা অফিসের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই শিক্ষিকার সাথে অশালিন আচরণ কাঠগড়ায় প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ রানীর খামার গার্লস সিনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এডহক দুই শিক্ষিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার সাহার বিরুদ্ধে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যে ৩০টি একলব্য স্কুলের অনুমোদন কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী।। জনজাতিদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে ৩০টি একলব্য মডেল স্কুলের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে মেঘালয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সবচেয়ে বেশি স্কুল অনুমোদিত হয়েছে। মেঘালয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২টি একলব্য মডেল স্কুলের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। এদিকে, ত্রিপুরার জন্য তিনটি একলব্য মডেল স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় স্কুল নির্মাণে জমির জরিপ এবং মাটি পরীক্ষার কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। আজ সোমবার লোকসভায় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও অন্যান্যদের তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী রেণুকা সিং সারুতা।

প্রসঙ্গতস একলব্য মডেল স্কুল দুই ধরনের, একটি রেসিডেন্সিয়াল এবং অন্যটি একলব্য মডেল ডে বোর্ডিং স্কুল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরার কিল্লায় একলব্য মডেল ডে বোর্ডিং স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একলব্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ বিরোধ ঃ পূর্বোত্তরকে দেশ থেকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে, অভিযোগ এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সারা ভারত থেকে আলাদা করে দেখার অপচেষ্টা হচ্ছে। তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সোমবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিরাঙ্গা মিছিল শেষে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিরোধীদের এভাবেই বিঁধেছেন এবিভিপি-র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক স্বরুজ দেব। তাঁর কথায়, ভারত-বিরোধী অবস্থান দেশের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করে দেবে। আজ তিরাঙ্গা মিছিলে তাঁর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি।

স্বরুজ দেব বলেন, একাংশ মানুষ ভারতের সংবিধানকে অস্বীকার করছে। তাঁরা সংসদে পাশ হওয়া আইন মানতে চাইছেন না। বরং, ভারত বিরোধিতায় নেমে পরেছেন। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে ওই বিক্ষোভকারীরা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, অখণ্ড ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়ার জন্যই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য তাঁর আমলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নির্যাতিত নাগরিকদের ত্রিপুরায় নাগরিকত্ব দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর থেকে একাধিকবার এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্ত, তখন যারা চুপ ছিলেন আজ তারাই সংকীর্ণ স্বার্থে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় নেমেছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা ছেড়ে ভারত বিরোধী অবস্থানে মাঠে নেমেছেন একাংশ বিদ্যার্থী তথা শিক্ষার্থী। তাই আজ এবিভিপি তিরাঙ্গা মিছিলের মাধ্যমে সবাইকে বুঝাতে চেয়েছে, রাষ্ট্রবাদী চিন্তা ছেড়ে ভারত বিরোধী অবস্থান নিলে এ-দেশে থাকতে হবে না, হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি।

জীপের ধাক্কায় গুরুতর আহত ২ বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আমতলিতে আগরতলা- সাব্রুম জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। জানা যায়, বিশালগড় থেকে আগরতলাগামী একটি দ্রুতগামী কমান্ডার জিপ বাইকের পেছনে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয় দুই বাইক আরোহী। স্থানীয় লোকজনরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেন। তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে গাড়ির চালককে আটক করে কিছু উত্তমমধ্যম দিলে সে সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কমান্ডার জিপের যাত্রীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি বিশালগড় থেকেই দ্রুতবেগে চলছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আয়ুষ্মান ভারত ঃ ই-কার্ড প্রদানে পূর্বোত্তরে শীর্ষে অসম, উল্লেখযোগ্য স্থানে ত্রিপুরাও, বেহাল অরুণাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী।। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুবিধাভোগীদের হাতে ই-কার্ড তুলে দেওয়ার তালিকার শীর্ষ অসম। এছাড়া, মেঘালয় ও ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ। তার পরেই স্থান সিকিমের। লোকসভার বাজেট অধিবেশনে ত্রিপুরার সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা এবং সাংসদ মহাবলী সিঙের এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. হর্ষ বর্ধন এই তথ্য দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন, আর্থ-সামাজিক জাতি গণনার অন্তর্গত বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের হাতে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ই-কার্ড তুলে দেওয়া হচ্ছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে ১২.০৪ কোটি সুবিধাভোগীকে যাচাই করা হয়েছে। তাঁরা ওই যোজনায় চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা
আয়ুষ্মান ভারত
PM-JAY

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্যে দেখা গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুবিধাভোগীদের হাতে ই-কার্ড তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে অসমের স্থান শীর্ষে। অসমে এখন পর্যন্ত ১ কোটি ২২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৭টি ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। তেমনি, মেঘালয়ে ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯১২টি এবং ত্রিপুরায় ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৪১টি আয়ুষ্মান ভারত-এর ই-কার্ড ইতিমধ্যে সুবিধাভোগীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া মিজোরামে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৭৩টি, নাগাল্যান্ডে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯০১টি এবং মণিপুরে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৪৪৭টি আয়ুষ্মান ভারত-এর ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। কিন্ত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্যে সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশে আয়ুষ্মান ভারত ই-কার্ড প্রদানে খুবই করুণ দশা ফুটে উঠেছে। সিকিম এখন পর্যন্ত ২৮ হাজার ৪৩১টি এবং অরুণাচল প্রদেশ মাত্র ১,০৬৯টি আয়ুষ্মান ভারত ই-কার্ড সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওই দুই রাজ্যে এক বিরাট অংশের মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ বাদ দিলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাকি রাজ্যগুলিতে আয়ুষ্মান ভারত ই-কার্ড প্রদান যথেষ্ট মাত্রায় হয়েছে। তবে এখনও ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রায় কোনও রাজ্যই পৌঁছতে পারেনি।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১১২ ▫ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২৭ মাঘ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পাহাড়ে ষড়যন্ত্রের হাতছানি

ত্রিপুরায় উপজাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে জোর তৎপরতা শুরু হইবার কথা। ইতিমধ্যে রাজধানী শহর কাঁপাইয়া র‍্যালি ও সভা করিয়াছে সিপিএমের উপজাতি সংগঠন উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ(জিএমপি)। এ রাজ্যে জিএমপি'র দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস উপজাতি আন্দোলনের ইতিহাস। ইহাই সত্যি যে, এই পার্বতী রাজ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির মূল শক্তিই ছিল উপজাতিরা। পঞ্চাশ ষাটের দশকে ত্রিপুরায় কমিউনিষ্ট পার্টিতে বাঙালী অংশের মানুষ ছিল না বলিয়াই ধরা হইত। তবে, এই দলে নৃপেন চক্রবর্তী, বীরেন দত্তের মতো জাঁদরেল নেতারা ছিলেন। নৃপেন চক্রবর্তী কাকদ্বীপ হইতে ত্রিপুরায় ছদ্ম নামে আসিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে জন শিক্ষা আন্দোলনের নামে কার্য্যত কমিউনিষ্ট আদর্শ প্রচারে নেতারা অংশ নিতেন। সেই সংগ্রাম মুখর দিনেই কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রকৃত অর্থে জনভিত্তির উপর দাঁড় করিয়াছিলেন দশরথ দেব। রাজার রোষানলে, পরবর্তী সময় ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতিদের নিয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়া গ্রেপ্তার এড়াইতে তিনি আত্মগোপনে কাটাইয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ মহারাজ দশরথ দেবের মাথার দাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারত ভাগ ও ত্রিপুরার ভারতমুক্তির পর উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। তখন উদ্বাস্তু আগমনের বিরোধীতা করিয়াছিলেন দশরথ দেব। তাঁহার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবার সুযোগ ছিল না। আত্মগোপনে থাকা অবস্থাতেই দশরথ দেব লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়ী হন এবং গোপনে দিল্লী গিয়া পার্লামেন্টে আত্মসমর্পণ করিয়া ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

ত্রিপুরায় উপজাতিদের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে দশরথ দেব প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ডাকে উপজাতিরা ঝাপাইয়া পড়িত। দশরথের পরে এমন জনগ্রাহ্য উপজাতি নেতার আবির্ভাব হইয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই।

সিপিএমের সেই উপজাতি সংগঠন এখন আছে এমন বলা মুশকিল। যতই শহর কাঁপাইয়া উপজাতি মিছিল হউক না কেন আসলে সেই শক্তি এখন নাই সিপিএমে। উপজাতিরা এখন নানা দল উপদলে বিভাজিত হইয়া আছে। এই পার্বতী রাজ্যে উপজাতি রাজনীতি নানা খাতে প্রবাহিত। সহজ সরল উপজাতিদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অবাস্তব দাবী তুলিয়া প্রতারণার রাজনীতি তো এখানে প্রবল বেগেই চলিয়াছে। এরাজ্যে উপজাতিদের মধ্যে সিপিএমের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হয় অনেক আগেই। সত্যি বলিতে কি এক সময় সিপি এম দল বাঙালী গরিষ্ঠ দল হিসাবে উঠিয়া আসে। বাঙালীদের গণহারে সিপিএমে অংশ গ্রহণ শুরু হয় ষাটের দশকের শেষ ভাগ হইতেই। ১৯৭৮ সালে প্রথম রাজ্যে ক্ষমতারোহন করে সিপিএম বা বামফ্রন্ট। মুখ্যমন্ত্রী হন নৃপেন চক্রবর্তী। আর তখনই দশরথ-নৃপেনের মধ্যে কে কত বেশী উপজাতি দরদী তাহার প্রতিযোগিতা চলে। বামেদের ক্ষমতারোহনের দুই বছরের মাথাথেই এরাজ্যে নজীরবিহীন ভ্রাতৃঘাত দাঙ্গায় ছারখার হয়। বামফ্রন্ট শাসনের এই কলংক সহজে মুছিবার নহে। আশি সালের দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের দাবী উঠিলেও দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সিপিএমের ভ্রান্ত উপজাতি রাজনীতিই তখন আশি সালের দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছিল।

সেই দাঙ্গার আগুন নিভাইয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক বাহিনীর মোতায়েনের মধ্য দিয়া। তখন বিমানে সেনা নামানো হইয়াছিল ত্রিপুরায়। দাঙ্গা নিভিতে না নিভিতেই রাজ্যে একের পর উগ্রপন্থী সংগঠন বন্দুক হাতে নামিয়া পড়ে। গণহারে আত্মসমর্পণের ঘটনাও রাজ্যে উগ্রপন্থার আগুনে জল ঢালিবার অর্থ প্রয়াস চলছিল। সেই উত্তপ্তই পরিস্থিতিই থাকিয়া যায়। উগ্রপন্থীদের দাবি ছিল স্বাধীন ত্রিপুরার। এমন সময় নৃপেন চক্রবর্তী ও দশরথ দেবের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলিতেছিল। কে কত বেশী উপজাতি দরদী তাহা বুঝাইতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলিয়া বসেন আমি যদি উপজাতি হইতাম তাহা হইলে উগ্রপন্থী হইতাম। এইভাবেই উপজাতি উগ্রবাদীদের আস্কারা দেওয়া, সমর্থন করার মধ্যে বিষ ছাড়ানো হইত, নৃপেন চক্রবর্তী সেই দায় অস্বীকার করিতে পারেন না। আজ পাহাড়ে উগ্রপন্থার ভয়াল পরিস্থিতি নাই। পরিস্থিতি কিন্তু জটিল পথেই আগাইতেছে। আবার পাহাড়ে উস্কানী চলিতেছে। সেই উস্কানী দাতাদের মধ্যে কাহারা আছেন রাজ্যবাসী ভালই জানেন। পাহাড় গ্রামে ইতিমধ্যেই এক অবিশ্বাসের বাতাবরণের আঁচ মিলিতেছে। ত্রিপুরায় উপজাতি রাজনীতি নানা খাতে প্রবাহিত। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে গভীর চক্রান্ত রুখিতে হইবে। পাহাড়ি বাঙালী বিভেদের বিষ যাহারা ছড়াইতেছে তাহাদের সম্পর্কে সজাগ, সতর্ক না হইলে ভয়ানক বিপদ এড়ানো যাইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ : জনগণের দরকারের বাজেট, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দ্বিতীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। আজ অমিত মিত্রের বাজেট পেশের পরেই সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ অর্থমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কার্যত বাজেটেরই ব্যাখ্যা করলেন মুখ্যমন্ত্রীঊ তিনি দাবি করেন, তাঁর সরকার জনগণের বাজেট, জনগণের দরকারের বাজেট করেছে। বলেন, অমিত মিত্র শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী।

তিনি বলেন, "এ বারের বাজেটে বেশ কয়েকটি খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে। তার মধ্যে রয়েছে কৃষি, উচ্চশিক্ষা।" কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ বেড়েছে ১০ গুণ, উচ্চশিক্ষায় ২০ গুণ। এর পরই কেন্দ্রকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, "ওরা চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার কথা বলেছে। কিন্তু আমরা তিন গুণ করেছি।"

রাজ্যের বেকার এবং আদিবাসীদের জন্যও একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই বাজেটে। বেকারদের জন্য কর্মসাথী প্রকল্পে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। জয় জহর নামে আদিবাসীদের জন্য পেনশন প্রকল্প চালু করা হবে বলেও এ দিন জানান মমতা। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এ রাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা।

উচ্চশিক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি বিশ্বিদ্যালয়ও খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, "কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে।' এ ছাড়া রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে সিভিল সার্ভিসে আরও ভাল ফল করতে পারে, তার জন্য কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে ট্রেনিং অ্যাকাডেমি খোলা হবে বলেও জানান মমতা। বাজেটে চা শ্রমিকদের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। গৃহহীন চা শ্রমিকদের জন্য চা-সুন্দরী প্রকল্প চালু করা হবে বলেও জানিয়েছেন মমতা।

স্বাস্থ্যসাথী, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে এনে মমতা বলেন, "সাড়ে ৭ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। ৬৬ লক্ষ কন্যাশ্রী আছে, যারা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। রূপশ্রী প্রকল্পে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।" অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে বাজেটে। তাঁদের জন্য বিনামূল্যে পেনশন প্রকল্প চালু করা হবে বলেও জানিয়েছেন মমতা।

এদিনের বাজেটে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন অমিত মিত্র। বলেন, 'আজ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, চরম দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেশ। ভারতের অর্থনীতি আজ বিপন্ন। দেশের অর্থনীতি ভেন্টিলেশন চলে গিয়েছে। বাজেট শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বলেন, "প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। অথচ রাজ্য সেটা পাচ্ছে না।"

বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিরোধ গড়ে উঠুক

।। হরিগোপাল দেবনাথ।।

আজ থেকে দশ লাখ বছর পূর্বে পৃথিবী গ্রহে যে শুভ মুহূর্তে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তখন সমগ্র পৃথিবীই ছিল মানুষের বাসস্থান। সেদিন আয়তনে আজকের পৃথিবাবাসী মানব সংখ্যার তুলনায় পৃথিবীটা ছিল বিশাল, অতি বিশ্বা আর সেই সংখ্যানুপাতে পৃথিবীর বাসিন্দা অর্থাৎ মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ধীরে ধীরে যুগের পর যুগ ধরে অনেক ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, অনেক উত্থান ও পতনের ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তেমনি পৃথিবীর বুকে মানুষেরই ধারাবাহিক জয়যাত্রার ফলে, মানুষের পদচারণায় আর কোমল ও কঠোর হাতের ছোঁয়া পেয়ে পৃথিবীর অরণ্যভূমি ক্রমশ মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর মোট আয়তনের দু-তৃতীয়াংশই জলময় ও বাকিটা রয়েছে স্থলভূমি। আবার স্থলভূমিরও বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বরফাবৃত মেরু-অঞ্চল, অরণ্যাচ্ছাদিত ও জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমি, ধূ ধূ করা মরুভূমি, যেগুলো এখনও মানুষের যথা—যোগ বাসভূমি বলে পরিগণিত হয়নি। তা সত্ত্বেও কিন্তু বলতেই হবে যে, বিগত দশলাখ বছর ধরে মানুষ অজস্র প্রতিকূলতা, শ্বাপদ ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়কে জয় করে, কোথাও বা প্রকৃতির রোষকে খর্ব করে উপেক্ষা করে মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে, সমতল ছেড়ে মালভূমি ও পার্বত্যভূমি জয় করে, বন কেটে বসত গড়ে নিয়ে, উপকূল ছেড়ে পাহাড়ে চড়ে, উপত্যকা ত্যাগ করে মালভূমিতে, অববাহিকায় অঞ্চল ছেড়ে অরণ্যে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে হন্যে হয়ে ছুটে গেছে। জনশূন্য এলাকাকে গড়ে তুলেছে শহর, নগর, মহানগর আন্তর্জাতিক নগরী, গ্লোব্যাল সিটি, সুরম্য আবাস ভূমি ইত্যাদি আর কত কিছু। মানব সভ্যতার জীবনকাঠির ছোঁয়ায় পৃথিবীতে একের পর এক প্রদেশ থেকে দেশ ও দেশ থেকে মহাদেশ, ছোট রাজ্য থেকে বৃহত্তর রাজ্য, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্র আজ গড়ে উঠেছে। আবার, রাজ্যের, প্রদেশের, রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে, কোথাও বা হানাদার বাহিনীর গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর জমি বা দেশ দখল করতে যুদ্ধ চালিয়েছে ও অন্যায়ভাবে কেড়েও নিয়েছে। সে লড়াই আজ অব্যাহত রয়েছে। এক কথায়, লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীর মানুষেরা পশ্বেতর জীব বা দৈত্য-দানোর মতো সর্বদাই হাত বাড়িয়ে চলেছে— ন্যায্য অধিকার খর্ব করে কিংবা অপরকে বঞ্চিত করে, নিজের বা নিজেদের কায়েমি স্বার্থের মৌরসী পাট্টা বজায় রাখতেই। তাই দেখি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা যেক্ষেত্রে বন থেকে আহৃত খাবার বা শিক্ষার -লব্ধ পশুর মাংস চিবিয়ে খাবার বেলায় সবাইকে ডেকে নিয়ে ভাগাভাগি করে খেত, তা সভ্যতায় অগ্রসর আজকের যুগের মানুষরা সেই রীতি লঙ্ঘন করে, পদদলিত করে তাদের শক্তির দর্প বা বুদ্ধির বড়াই দেখাতে বিন্দুমাত্র লজ্জা-সংকোচ কোনটারই পরোয়া করে না। এরই পরিণাম স্বরূপ, বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বুকে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল। তারপরও বিশ্বজোড়া আরেকটি পারমাণবিক যুদ্ধ হয় কিনা সেই আশঙ্কায় আজকের পৃথিবীবাসীগণ রীতিমতো আতঙ্কিত।

তারপরও রয়েছে একই দেশের অভ্যন্তরে রাজ্যে রাজ্যে বিভেদকামিতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদের দপ-দপানি। এমন কি একই রাজ্যের ভেতরে গোষ্ঠীবাচক, জাতিবাচক, জাতপাতবাচক, উপজাতিবাচক ইত্যাদি নানারূপে নানাভাবে, বিচিত্র ও অসংখ্য রূপের আঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকা বাদের, সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ানি বা উস্কানি বাদের মহড়া। এজন্যে আজকের মানব সভ্যতা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়ে চলেছে। অবশ্য, এই বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সংকীর্ণতাবাদের ইন্ধন-দাতা যে কেবল পাশ্চাত্য দুনিয়ার শোষকরা শুধু তাই কিন্তু নয়; এদের ঝড়-বংশ প্রাচ্যেও সুলভ। অর্থাৎ মানুষমাত্রেই অসংযত চরিত্রের লোকেদের মনেই এদের শিকড় প্রোথিত হয়ে রয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্যমাত্র। ব্রিটিশরা অভিযুক্ত তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের কুখ্যাত ফর্মূলাকে ডিভাইড অ্যান্ড রূল', পলিসির জন্যে। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে, জার্মানীর হিটলার, ইটালির, মুসোলিনী, রাশিয়ার স্ট্যালিন, চীনের মাও-সে-তুঙের অনেক অনেক আগেই ভারতে জন্ম হয়েছিল দুর্যোধনের।

মানুষের মনকেই আমি মনে করি, জগতে সবচেয়ে বড়ো রকমের বিচিত্র সম্ভার, কেননা, ওই মন ও মননশীলতা নিয়ে চন্ডাশোক ও মহাশোক, আকবর আর ঔরঙ্গজেব, মীরজাফর ও মোহনলাল, ক্ষুদিরাম ও নরেন গোঁসাইদের মতো বিভিন্ন জাতের মানুষদের আবির্ভাব ঘটে চলেছে। তাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো— ১) 'যেথায় গৃহের প্রাচীর বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি' ২)'দেশে দেশে মোরঘর আছে, আমি সেই ঘর লব বুঝিয়া' অথবা ইংরেজ কবি স্যুইনবার্নের মতো "দেয়ার্ ইজ্ ওনলি ওয়ান ম্যান ইন্ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হিজ নেম্ ইজ, অলম্যান' এরূপ বলার কওয়ার মতো ব্যাষ্টিদের নিতান্ত অভাব রয়েছে। বাঙলার গৌরব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা--- প্রসূত বিশ্বৈকতাবাদ বা ইংরেজ কবি লর্ড টেনিসনের মতো ওয়ার্ল্ড ফ্যাটার নিটি-র সুগায়ক পৃথিবীর গোটা মানবসমাজেই অতি বিরল। অথচ পাশ্চাত্যের সভ্যতার অতি গর্বের ও গৌরবের চিন্তাধারা বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়েছে--- 'সংগচ্ছধ্বং সংবর্দধ্বং সংবোমৃনাংমি জানতাং" অথবা সহনা ভবতু সহনো ভুনর্ক্ত এই পৃতমন্ত্র, যার ভিত্তিতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা য়ুনিবার্সালিজমের প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইতে এযুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী সংগঠন আনন্দমার্গ মিশনের শ্রী শ্রী অ্যানসু মৃত্তিকা প্রতিষ্ঠাতা ওরফে ক্যাপিটালিজম্ ও কম্যুনিজমের একমাত্র বিকল্প সামাজিক -অর্থনৈতিক থিয়োরি প্রাউট-দর্শনের প্রবক্তা দার্শনিক শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার। তিনিই সদর্পে পুনরুল্লেখ করেছেন--- "হরঃ (কল্যাণকর শিব) মে পিতা গৌরী (প্রকৃতি) মে মাতা স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্।" একথারই অনুরণন আমরা স্পষ্টরূপে টের পাই এই বাক্যে--- "উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"।

কিন্তু, অপরিমিত ক্ষোভ নিয়েই বলতে হচ্ছে যে, আজকের ব্রিটিশ শাসন মুক্ত এই খন্ডিত ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদেরই দোসর আঞ্চলিকতাবাদ ও প্রাদেশিকতাবাদ আজ চরম ও নগ্নভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে, যার পরিণাম আত্মঘাতী এক সর্বনাশকেই ডেকে আনবে। সেদিন আর লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে ও অসহায়তায় ভারতবাসীর মুখ লুকোবারও পথ খোলা থাকবে না। সেই প্রসঙ্গেই এই নিবন্ধে আরো কিছু কথা বলতে চাইছি।

অখন্ড ভারতবর্ষে নোতুন করে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ প্রথম ছড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী, কায়েমী স্বার্থখোর ও শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ ব্রিটিশ শাসকরা। তারাই এদেশে তাদের শাসন কায়েম রাখতে চেয়ে দেশবাসীর মধ্যে ফাটল ধরাতে চেয়ে হিন্দু আর মুসলিম নামের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ জাগিয়ে তোলে। এরই পরিণামে আসে বিবাদের পালা। সেই বিবাদে ইন্ধন যোগাতে তারাই ১৯০৫ সালে তারা বাঙলাকে দ্বিখন্ডিত করে। পরে প্রবল প্রতিবাদ দেখা দিলে বাঙলার চরম ক্ষতি করে বাঙলা -ভাগ রদ করে। কিন্তু, বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, তাদেরই একচেটিয়া স্বার্থে বাঙলার খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল কেটে নিয়ে বিহার রাজ্য ও উড়িষ্যা রাজ্যকে বিলিয়ে দেয়। কৃষ্টি-সমৃদ্ধ অঞ্চল বাঙলা থেকে কেটে নিয়ে অসমের সঙ্গে জুড়ে দেয়, ঝাঁপা জেলাটিকে জুড়ে দেয় ভিন্ রাষ্ট্র নেপালের সঙ্গে। তারপরেও তাদের খাই মেটেনি। অতঃপর স্বাধীনতা দেবার অছিলায় পুনর্বার বাঙলাকেও পঞ্জাবকে বিভাজন করে হিন্দু-মসুলমান গোঁড়ামির ভিত্তিতে। বলা বাহুল্য যে, ব্রিটিশের সেই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বড় রকমের মদত-দাতারা ছিলঃ — ১) ভারতের কংগ্রেস দল ২) কম্যুনিষ্টরা ও ৩) মুসলিম লীগ দল। এই হল ব্রিটিশীয় ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসীয় পলিটিকস। এই পলিটিক্সেরই সুযোগ্য প্রতিভূ ছিলেন আমাদের গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল-জিন্নাহ ও ভারতের কম্যুনিষ্ট নামধারী নোংরা খেলোয়াড়গণ।

সংকীর্ণতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মস্তবড় কারিগর ছিলেন নেহেরু। কেননা, ১৯৫৩ সালে নেহেরুই খন্ডিত ভারতে 'ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্ঘটনে হাত লাগাল। তখন দাবি উঠেছিল, বাঙলা থেকে কেটে নেওয়া অংশগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বৃহত্তর বাঙলা ঘটন করার। নেহেরু সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ও তা আবারও খেলাপ করে বাঙালী-বিদ্বেষের নজির স্থাপন করেন। কিন্তু, পলিটিক্যাল নোংরা খেলার খেলোয়াড়রা যে চিরকালই নোংরা চরিত্রের লোকছাড়া আর কিছুই হন না ও স্বভাবতই তারা প্রতারক, ধান্দাবাজ, ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক প্রকৃতিরই লোক হন স্বাভাবিক নিয়মে, তা তাদের খপ্পড়ে না পড়লে সেই ধারণাটি সচরাচর হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তো নেহেরুজী ছিলেন সেই প্রকৃতিরই একজন।

আসি এখনকার জমানায়। অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর ভারতে বিগত কংগ্রেসী জমানার পরবর্তীকালে জোট জমানায় মিলিঝুলি সরকারও তারপরের বর্তমানের ইতিহাস সৃষ্টিকারী জমানার সরকারের কথায়। পঃবঙ্গেঃ বাম-জমানার কারিগররা উঃ বাঙালায় গোর্খাদের নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির তুলেছিলেন যার গোড়ায় পরে জলসিঞ্চন করছেন কেন্দ্রের বিজেপি জমানার কারিগররা। বাম-জমানা থেকেই সূত্রপাত ঘটেছিল ভারতের উঃপূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সহ। উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় যে ভ্রাতৃঘাতী গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল, এর নেপথ্যে কাদের পাকা হাতের কাজ ছিল, তাও কিন্তু পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে, যদিও অনেকের কাছেই সেই বার্তা ওপেন সিক্রেট। ত্রিপুরায় "এডিসি" করার পেছনেও কংগ্রেস-সিপিএম'র যে কালোহাত রয়েছিল তাও কারোর অজানা নয়। এখন, অসম, ত্রিপুরা সহ সমগ্র উঃ পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদের যে জিগির চলছে, এর পেছনে যারা যারা ক্রিয়াশীল, পর্দার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখলেও ধরা পড়বার কিন্তু বাকী নেই।

স্বাধীনতার পরে মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল--- ৪টি উপজাতি অধ্যুষিত জেলা ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ বিধান বলে স্বশাসিত জেলার সব রকমের সুবিধা পেয়েও অসমের সঙ্গে থাকতে রাজি না হয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করায় ভারত সরকার তাদের আলাদা রাজ্য গঠন করার ব্যবস্থা নেয়। এ থেকেই ইন্ধনের যোগান পায় ত্রিপুরা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কংগ্রেস ও সিপিএম'র যোগসাজশে ভারতের সংবিধান সংশোধন করিয়ে ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক গড়ে তোলে ৬ষ্ঠ তপশীল ভোট ব্যাঙ্ক হাতে রাখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিভিন্নভাবে ত্রিপুরার উপজাতিদের বঞ্চিত ও হতাশ রাখার কারণে তাদের মধ্যে গড়ে উঠে সন্ত্রাসবাদ। দাবি তোলা হয় তিপ্রাল্যান্ড গড়ার। মনে হয় তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে যে দাবানল সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সেই দিকটা কি রাজ্য, কি কেন্দ্র কোন সরকারই আঁচ করতে পারছেন না। যারা এর পেছনে উস্কানিদাতা ও দাবিদার তারাও হয়তো বা আবেগের আতিশয্যের কারণেই আসল সমস্যাটা বুঝবার প্রয়োজন বোধও করছেন না। তাই বলব, ভুল পথে পা বাড়ালে ফল বিষময় হতে বাধ্য।

বরিশালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও নিবেদিতা

।। প্রদীপ চক্রবর্তী।।

মাত্র ১০ বছর বয়সে পিতৃহারা বিদেশীনি সাত সমুদ্র পার হয়ে এদেশে এসে আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত হবেন তা কখনো কেউ ভাবতেই পারেনি। কিন্তু সেই বিদেশিনী এখনও আমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে আছেন। তাঁকে প্রতি বারে বারে স্মরণ করা হয় তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষার জন্য। এই বিদেশীনিই কিন্তু দুর্ভিক্ষ এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করেছিলেন। ওই বিদেশীনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের কাছে ত্রাণ কাজের মধ্য দিয়ে মহিয়সী নারী হয়ে উঠেছিলেন। বলা হচ্ছে ভগিনী নিবেদিতার কথা। যার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। জন্ম তাঁর উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগানন শহরে। ১০ বছর বয়সেই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। অধ্যাপনা করেন হালিপ্যাকস্ কলেজে। ১৮৯৫ সালে ২২শে অক্টোবর এলিজাবেথ বিবেকানন্দের ভাষণ শোনেন। এটাই তাঁর প্রথম পরোক্ষে স্বামীজীর ষংস্পর্শে আষা।

১৯০৬ অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলা প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে। এই দুর্ভিক্ষের খবর শুনে ভগিনী নিবেদিতা বসে থাকতে পারেননি। তিনি ছুটে যান বরিশালে। সেখানে গিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। দুর্দশার চিত্র তাকে পীড়িত করে তোলে। মাঠের পর মাঠ জুড়ে কাঁদা। হাঁটু কাঁদা সমান মাঠ দিয়ে তিনি হেঁটে যান। দেখেন ভয়ঙ্কর দৃশ্য। 'পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা' প্রবন্ধে নিবেদিতা তুলে ধরেন দুর্ভিক্ষপীড়িত বরিশাল জেলার জীবনচিত্র। নিবেদিতা লিখেছেন বাংলার শস্যভান্ডার বরিশাল। এর মধ্যে চরম দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল মাটিভাঙ্গা খুলনা থেকে স্টিমারে আমরা সেখানে পৌঁছে যাই। জলাভূমি অতিক্রমের সময় দেখেছি দুধারের মানুষ কলাপাতা পড়ে লজ্জা নিবারণ করছে, আর শাক পাতা খেয়ে তারা জীবনের সাথে লড়াই করছে।

তিনি লিখছেন এমন দৃশ্য দেখবো তা কখনো কল্পনাতেও ভাবিনি। অসংখ্য মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারছে না। তাদের এই অবস্থা দেখে মায়েরা অঝোরে কাঁদছে। এদের পরনে ছেঁড়া নেকড়া। গ্রামের পর গ্রাম অন্ধকারে নিমজ্জিত। বাতি জ্বালানোরও উপায় ছিল না। রাত ৯টা নাগাদ একটি বাড়িতে গিয়ে ঢুকে দেখি শিশুরা মাটিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। তাকে তুলে নিয়ে মা বাড়ির প্রবেশপথের সামনে বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন দূরের দিকে। আশা করছেন কেউ হয়তো আসবে তাদের উদ্ধারে। অন্ধকারে বেশি থাকায় আমি তাদের উঠোনে পা ফেলেছিলাম। দেশলাই জ্বালতেই যা দেখলাম তাতে আমি বিচলিত হয়ে যাই। দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে এগিয়ে যেতে হয় গ্রামের দিকে। গ্রামের মা মেয়েরা সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আমাকে দেখতে পেয়ে এরা লুকিয়ে যাওয়ার চেষ্ট করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় শিশু সন্তান স্ত্রীকে ফেলে রেখে পুরুষরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। কোনও এক বাড়ির পুরুষ খাবারের সন্ধানে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান। তিনদিন পর বাড়ি এসে দেখেন সন্তান যন্ততি ও তার স্ত্রী সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। এদের সুস্থ করতে প্রায় ১ ঘণ্টায় যমায় নেয়।

বরিশালের দুর্ভিক্ষের খবর আমরা অনেকেই হয়তো জানি না। আবার কেউ কেউ জেনে থাকতে পারেন। বরিশাল গেলে এখনও যেখানকার বয়স্করা যেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র বর্ণনা করেন। এগুলি শুনে গা শিহরিত হয়ে যায়। যাবেই বা না কেন? নিবেদিতা নিজেই লিখছেন, 'একদিন সকালে গ্রামের একটি জলার কাছে তিনি যান। গিয়ে দেখেন সেখানকার কিছু যুবতী ও তাদের মায়েরা গলা জলে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরা কাঁচা ধান থেকে বোটা সংগ্রহ করছেন। এদের নৌকায় উঠে আসার কথা বললেও এরা রাজি হলেন না। বললেন এদের পরিধানে কিছুই নেই।'

পরবর্তী সময় নিবেদিতা বরিশালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ তুললেই তাঁর দুচোখ দিয়ে বেড়িয়ে আসতো অশ্রুধারা। বরিশালের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল অন্তত হাজার সাতেক লোকের তিন চারদিন বাদে বাদে মুখে খাবার জুটতো। নিবেদিতা কিন্তু এদের সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, অভয় দিয়েছিলেন, বলেছিলেন এখন দুঃষময়ের দুশ্চিন্তা নয়। এই অবস্থা থাকবে না। একদিন দেখবে ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে যাবে। অবাক হলেও এটা ঘটনা নিবেদিতা একদিনে অর্থাৎ ১২ ঘণ্টায় ১২টি গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতি দেখে নিবেদিতা সেখানে ত্রাণ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১১ই জুন একটি ত্রাণ সংগঠন স্থাপন করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। বরিশালের বাখরগঞ্জে ১৬০টি স্থানে ত্রাণ শিবির খোলা হয়। প্রতিটি ত্রাণ শিবির থেকে যুবকেরা ত্রাণ নিয়ে যেতো ৬ থেকে ১২টি গ্রামে। ত্রাণ কাজ পরিচালনায় নিজস্ব কমিটিও গঠন করা হয়। আনুগত্য, সহমর্মিতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে এইসব ত্রাণ ষংগঠন গড়ে ওঠে। ষংগ্রহীত হয় ৩১, ১৭২ টাকা এবং ৫,৭৬৬ মন চাল। এগুলি বিতরণ করা হয় বিপন্নদের মাঝে। নিবেদিতা বলছেন মোট ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩০১ জনকে তৎকালীন সময়ে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয়। ১৯০৬এ ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব ত্রাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।

মূলত: বরিশালের এই দুর্ভিক্ষের সার্বিক চিত্র এবং তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ থেকে যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তিনি আক্ষরিকভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমাশয়ে আক্রান্ত হন। যে আমাশয় ছিল প্রচণ্ড। কোনও অবস্থায় তা দূর করা যাচ্ছিল না। তাঁর চিকিৎসা করেন বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসরা। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস নিবেদিতার এই অবস্থা থেকে তাঁকে নিয়ে যান দার্জিলিংয়ে। দার্জিলিংয়ের রায় ভিলায় জগদীশ বসুর স্ত্রী অবলা বোস তাঁর সেবাযত্ন করেন। কিন্তু রোগ উপশমের কিংবা স্বাস্থ্য উদ্ধারে কোনও লক্ষণই ফুটে উঠছিল না। নিবেদিতা নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন অন্তিমকাল উপস্থিত। তৈরি করলেন উইল। তাঁর যাবতীয় সম্পদ সম্পত্তি, অর্থ তুলে দিলেন বেলুড়মঠের কাছে। ১৯১১'র ১৩ই অক্টোবর। ঘড়িতে তখন সকাল ৭টা হবে। নিবেদিতা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল আভায় উদ্ভাসিত হলো। উচ্চারণ করলেন 'অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।' রামকৃষ্ণলোকে বিলীন হয়ে গেলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই নিবেদিতাকেই মহাষমাধির আগেরদিন বীরেশ্বর বিবেকানন্দ বেলুড়ে আমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর হাত ধুয়ে দিয়েছিলেন। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দের দেহ যখন ভস্মীভূত হচ্ছিল তখন তাঁর পরিধেয় গৌরিক কৌপিনের একটি অংশ উড়ে এসে পড়েছিল নিবেদিতার কাছে।

মেধা ও মননের স্ফুরণ বইমেলা

।। প্রসেনজিৎ চৌধুরী ।।

সভ্য সমাজে জ্ঞানের অদ্বিতীয় সত্য হল বই। এই দুটি বর্ণের বুননের মধ্যে রয়েছে মানবজাতির ইত্যবসরে উপলব্ধ সকল মেধা ও মননের স্ফুরণ। বই হল জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ও চেতনার ইচ্ছাপ্রকাশের আমোঘ মাধ্যম। একটি সুশিক্ষিত, সভ্য, মানবিক গুণসম্পন্ন সমাজ গঠনে বইয়ের বিকল্প নেই। যদিও বইয়ের ইতিহাস হিসাব করলে ততটা প্রাচীন নয়। পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে জার্মানীর জোহানেস গুটেনবার্গ প্রথম ছাপা অক্ষর আবিস্কার করেন। সাদা কাগজে সম আকারের কালো অক্ষরের সমাহার সেদিন নীরবে পৃথিবীতে রোপন করে 'জ্ঞান অর্জনের' বিপ্লবের বীজ। ঐতিহাসিক সূত্র ধরে জানা যায় এর পূর্বেও বিদ্যা চর্চা ছিল। আমরা সকলেই জানি বেদের অপর নাম শ্রতি। অর্থাৎ সেসময় কেবলমাত্র শুনে শুনে সবকিছু মনে রাখা হত। পরবর্তীতে আসে বিভিন্ন গাছের পাতার উপর লিখন বা অন্যান্য সামগ্রীর উপর লিখন। যার ঐতিহাসিক দলিল মাঝে মধ্যে খঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এর বিস্তার কাগজে লেখা বইয়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বা সমাজের সকলস্তরের মানুষের মধ্যে ঘটেনি। জার্মানীতে যে সময় ছাপা অক্ষরের আবিস্কার হয়, সেসময় ইউরোপে চলছিল রেনেঁসা বা নবজাগরণ। ইউরোপের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদদের মতামত ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত মহাদেশ জড়ে ছাপা অক্ষরের কল্যাণে। অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্বের আজকের এই চোখ ধাঁধানো উন্নতির পেছনে রয়েছে একটি বইপাগল জেনারেশনের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

বই হল একটি জাতির চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ধারক ও বাহক। তাই শত্রু শিবিরে থাকা কোন দেশ আক্রমন করলে সর্বপ্রথম ঐ দেশের উপাসনাস্থল ও গ্রন্থাগারগুলিকে ধংস করে ফেলে যাতে ঐ জাতির ঘুরে দাঁড়ানোর সমস্ত শক্তিটুকু ছিনিয়ে নেওয়া যায়। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আবার সেই বই ও শিক্ষিত সমাজের দিক নির্দেশনাতেই জাতি ফিরে পায় হারানো গৌরব। যার উদাহরণ রয়েছে অহরহ। মেলা মানেই মিলনভূমি। সেখানে আদান প্রদান হয় ভাব ও সংস্কৃতির। বিকাশ ঘটে চিন্তা চেতনার। বিস্তৃত হয় মননের চারনক্ষেত্র। লঘু হয় বিদ্বেষ হিংসা, নীতিহীনতা। অন্যান্য গ্রামীণ ও শহুরে মেলাগুলোর চাইতে বইমেলার ধরনটা একটু আলাদা। এখানে শুধুমাত্র পাওয়া যায় মানুষের অন্তরের ক্ষুধা নিবারনের মাধ্যম বই।সবসময় বইয়ের দোকানে কিংবা গ্রন্থাগারে গিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বই বা দুর্লভ বই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বইমেলা এমন সব বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির হয় যেখানে একজন পাঠক খুজেঁ পায় অনন্য স্বাদের বিভিন্ন বই। বইমেলা বইয়ের প্রচার ও প্রসারে, নতুন লেখক ও পাঠক তৈরীতে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮০২ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কক্ষ্মএ ম্যাথু ক্যারি প্রথম বইমেলার আয়োজন করেন। তখন এর আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বইকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে সারা বছরব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়। পৃথিবীতে এখন ৫০টির মত আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বইমেলা হয় কোলকাতায়। আমাদের রাজ্যের বইমেলা শুরু ১৯৮১ সালে। সেবার বইমেলা হয়েছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। সময়ের দাবি অনুযায়ী বইমেলার পরিধি যেমন বেড়ে চলছে, ঠিক তেমনি পাঠকদের কথা চিন্তা করে কয়েকবার পাল্টানো হয়েছে মেলা আয়োজনের স্থানও। ৩৮ তম আগরতলা বইমেলা নতুন পরিসরে, নতুন আঙ্গিকে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হতে চলছে হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করেই এবারের আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে এই আয়োজন। মূল শহর থেকে কিছুটি দূরে হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার আমুল উন্নয়ন এক্ষেত্রে কোন বাঁধাই হয়ে উঠবে না। তাছাড়া সরকারী ভাবে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের মাধ্যমেও আসা যাওয়া করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইমেলা উপলক্ষে বই কেনার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আস্বাদ করা সম্ভব। এর মাধ্যমেই জ্ঞানী, সুশিক্ষিত ও সভ্য সমাজ গড়ে উঠার পথ সুগম হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে বইয়ের উপর। তাই বর্তমান সময়ের বইমেলাতে পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স বুক ইত্যাদি কেনার ধুম বেশি। পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির বাইরেও একটা আলাদা জগৎ রয়েছে। এই জগৎ হল মানবিকতার, আধ্যাত্মিকতার, মানবকল্যাণের, সুস্থও বাসযোগ্য পৃথিবী গঠনে। এরজন্য প্রয়োজন ভালবই পড়ার অভ্যাস। কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন- 'বই হল জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক'। ৩৮ তম আগরতলা বইমেলা সকল আশা ও নিরাশার উর্ধে উঠে প্রকৃত লেখক ও পাঠককুলের অন্তরে অবিমরনীয় হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায়, দিল্লির মার্কিন দূতকে শিরীন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১০।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংলাপের মাধ্যমে দু'দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর শান্তিপূর্ণ সমাধানে খুবই আন্তরিক।
এছাড়া দু'দেশের সম্পর্ক বর্তমানে অনন্য উচ্চতায় রয়েছে।রবিবার ঢাকায় সংসদ সচিবালয়ে ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনেথ জাস্টারের সঙ্গে বৈঠককালে একথা বলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী।
এ সময় বৈঠকে তারা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা, বাংলাদেশের উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্পিকার মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান।
বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দানসহ সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছে ভারত। দণি এশিয়ার উন্নয়নে আঞ্চলিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গৃহীত পররাষ্ট্রনীতি এখনও বাংলাদেশে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হচ্ছে— 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর এই নীতি অনুসরণ করেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে জোরদার করেছেন।
রোহিঙ্গা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ মায়ানমারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলেছে এবং রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বৈঠকে রাষ্ট্রদূত কেনেথ জাস্টার বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাকি সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। তিনি আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠক শেষে কেনেথ জাস্টার জাতীয় সংসদ ভবন ঘুরে দেখেন এবং এর নান্দনিক নকশার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলারসহ সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার ডিস্ট্রিক লেভেল অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী মঞ্চে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

এখানে তো বিশ্বভারতী আছে, তাই শিল্প হোক, বরং মুর্শিদাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় হোক, দাবি শিবপুর মৌজার চাষীরা

বোলপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের চাষিদের জমিতে শিল্পের দাবীতে মুখর হল শিবপুর মৌজার চাষীরা। পাশাপশি, তাদের দাবি, মুর্শিদাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি দীর্ঘদিনের সেখানে হোক। আমাদের এখানে তো বিশ্বভারতী আছে। এখানে শিল্প হোক। তারা এই দাবীতে প্রথমে স্টেশন মোড়ে সভা করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশি বাধায়, সেখান থেকে চলে গিয়ে বোলপুর চৌমাথায় সভা করেন। জানা গেছে, শিবপুর মৌজার জমিহারা সংগ্রামী মঞ্চের ব্যানারে কাশিপুর, সাবিরগঞ্জ, সুপুর, নুরপুর ও মির্জাপুর সহ মোট পাঁচটি গ্রামের আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য চাষিরা শিল্পের দাবিতে জমায়েত করেন।
সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী তথা ওই মঞ্চের আহ্বায়ক শৈলেন মিশ্র। তিনি বলেন, ১৮৯৩ সালের জমি অধিগ্রহণ অনুযায়ী চাষীদের কাছ থেকে নেওয়া জমিতে শিল্প হয় নি। চাষীদের কাছ থেকে ৪৮ হাজার টাকা বিঘে জমি কিনে ৬০ -৭০ লক্ষ টাকা বিঘে জমি বিক্রি করে আবাসন তৈরী হয়েছে। চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এই মামলার শুনানি শেষ। যেকোন মুহুর্তে আদালতের রায় আসতে পারে। তখন ওই জমির উপর নির্মাণ ভাঙতে হবে। খুড়োর কলের মত বিশ্ববিদ্যালয় দেখানো হচ্ছে। তারজন্য কত জমি লাগে? ৩০ একর জমি লাগে। তা হলে এই ২৯৭ একর জমির কি হবে? এখানে বিশ্বভারতী আছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় চাই নি। মুর্শিদাবাদ দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় চাইছে। সেখানে হোক। আমাদের এখানে তো আছে।
উল্লেখ্য, ২০০১ সালে তদানীন্তন বাম ফ্রন্ট সরকারের আমলে ৯ডি পেমেন্ট নোটিশ পান চাষীরা। সেই নোটিশে বলা হয়, ভূমি রাজস্ব দপ্তরে ৬৭হাজার ৯৯১ টাকা বিঘা প্রতি দাম পাবেন চাষীরা। এরপর ২০০২ সালে ৩০ অক্টোবর ফের নোটিশ দিয়ে জানানো হয়, চাষীরা ওই টাকার পরিবর্তে বিঘা প্রতি ৪৭ হাজার ৪১৭ টাকা পাবেন। মোট ১২৬২ এাওয়ার্ড ভূক্ত চাষীদের এই নোটিশ দেওয়া হয়। ওই দিন অনেকেই ওই টাকা নিতে যান নি।প্রসঙ্গত ২০০১ সালে তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পশ্চিম বঙ্গ উন্নয়ন তথ্য প্রযুক্তি নিগম (ডব্লিউ বি আই টি সি) বোলপুর থেকে তিন কিমি দূরে শিবপুর মৌজায় সুপুর-রাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে প্রায় ২১১ জন চাষীর কাছ থেকে। সেই সময় আন্দোলনে নেমেছিল বিরোধী দল তৃণমূল। পরবর্তীকালে রাজ্যে পালা বদলের পর এই জমিতে কেমিক্যাল হাব তৈরির কথা বলেন তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু, এই সিদ্ধান্ত বদল করে মুখ্যমন্ত্রী এই জমিতে গীতবিতান আবাসন প্রকল্প তৈরির কথা ঘোষণা করেন। এরপরে জমিদাতা কৃষকদের একাংশ জমি দিতে নারাজ হয়। শিল্প হলে জমি দেব, নইলে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে এই দাবিতে তাঁরা আন্দোলনেও নামে। জমি ফেরত চেয়ে জেলা শাসক, এমনকী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দেন অনিচ্ছুক কৃষকেরা। তারপর কোপাই নদী দিয়ে জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত।

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন দূত ঢাকায়, স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১০।।তাৎপর্যপূর্ণ এক সফরে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনিথ জাস্ট্যার এখন বাংলাদেশে। সফরের প্রথম দিন রোববার ঢাকায় তিনি ব্যস্ত কর্মসূচিতে কাটিয়েছেন। বৈঠক করেছেন স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড় গওহর রিজভীর সঙ্গে। সেগুনবাগিচা এবং ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের তরফে রাতে গুরুত্বপূর্ণ ওই সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। তবে ভারতীয় মার্কিন দূতের বরাতে দিল্লির সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে- ঢাকায় বিশেষত স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা, বাংলাদেশের উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং রোহিঙ্গা সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধানসহ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে- ওই আলোচনায় ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের আমেরিকা ডেস্কের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। জাস্ট্যার দু'' বছরের বেশি সময় ধরে দিল্লিতে রয়েছেন। রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগের আগে তিনি হোয়াইট হাউজে বিশেষত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে প্রত্যভাবে কাজ করছিলেন।ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা রাজনৈতিক কোন বার্তার আদান প্রদানে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন দূত হয়ত ঢাকা সফর করছেন।

গার্গী কাণ্ডে কমিটি গঠন করল কলেজ কর্তৃপক্ষ

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফেস্ট চলাকালীন গার্গী কলেজ চত্বরে ঢুকে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় তদন্তের জন্য উচ্চপর্যায় কমিটি গঠন করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি মহিলা কমিশন।
সোমবার গার্গী কলেজের অধ্যক্ষা প্রমীলা কুমার জানিয়েছে, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ কলেজ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে উচ্চপর্যায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের অভিযোগগুলি মন দিয়ে শুনবে কমিটির সদস্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দেবে কমিটি। উল্লেখ করা যেতে পারে পারে ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় গার্গী কলেজে ফেস্ট চলাকালীন প্রায় ১০০ জন মধ্যবয়স্ক বহিরাগত কলেজ চত্বরের ভেতরে প্রবেশ করে ছাত্রীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে।এমনকি শীলতাহানি করারও চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। সেই সময় কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীরা নির্বিকার ছিল বলে পড়ুয়াদের অভিযোগ।

অমিত মিত্রের বাজেট ভাষণে কেন্দ্রের সমালোচনা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার দ্বিতীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। আসন্ন পুরসভার নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনের আগে আজ বাজেট ভাষণের শুরুতেই দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন অমিত মিত্র।
এদিন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র দেশের অর্থনীতি ভেন্টিলেশনে চলে গিয়েছে বলে মোদী সরকারকে তোপ দাগেন। একইসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আবারও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অভিযোগ তুললেন অমিত মিত্র। কেন্দ্রকে দুষে এদিন অমিত মিত্রের সওয়াল, 'ভারতের জিডিপির হার এখন তলানিতে। মোদী সরকারের আমলে গত ৮ বছরে দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার নেমেছে।' একইসঙ্গে দেশের নিরিখে এরাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি অনেকটাই চাঙ্গা বলে এদিন মন্তব্য করেন অমিত মিত্র। এই প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'দেশের নিরিখে বাংলার জিডিপি বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ। বাংলার জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০.৪ শতাংশ।'
এরই পাশাপাশি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমশই বাংলা এগোচ্ছে বলে দাবি করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। একাধিক ক্ষেত্রের উদাহরণ তুলে ধরে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন অর্থমন্ত্রী।
এই ইস্যুতেও তিনি আরও বলেন, 'দেশজুড়ে একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি চলছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতিতেও ১০০ দিনের কাজ, ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ বাড়ি তৈরি, রাস্তা তৈরি, সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা প্রথম। ই টেন্ডারিং, স্কিল ডেভলপমেন্টেও দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলা।' গত বেশ কয়েকটি

ছয়ের পাতায়

চালাকি করে বোকা বানিয়েছে শাসকদল, বাজেটের সমালোচনা করে মন্তব্য দিলীপ ঘোষ-র

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চালাকি করে বোকা বানিয়েছে শাসকদল। সোমবার রাজ্য বাজেটের তুলোধনা করে সমালোচনা করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, শাসকদলের আগামী বছর ভোট করার প্রবণতার প্রতিচ্ছবিই ধরা পড়েছে রাজ্য বাজেটে। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা দখলে মরিয়া বিজেপি। এদিকে, নিজের জমি ধরে রাখতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য রাজনীতির এহেন প্রেক্ষাপটে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ ঘিরে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি। রাজ্য বাজেট প্রসঙ্গে এদিন মমতাকে নাম না করে নিশানা করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, "এটাই বোঝাতে চাইছেন এখন, এত কিছু টাকা-পয়সা দিচ্ছি, বিজেপির দিকে যাবেন না, আবার আমার দিকে আসুন। তফশিলি জাতি ও উপজাতি থেকে রাজ্যের সব মানুষই আমাদের সঙ্গে আছেন। কর্মসংস্থান, আইনশৃঙ্খলার সমস্যার সুরাহা না হলে ঘুষ দিয়েও ভোট পাওয়া যাবে না"। এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ আরও বলেন, "শুনলাম বিদ্যুতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের ছাড় ১৫০ ইউনিট করতে পারতেন, সেটাতেও কৃপণতা। চালাকি করে, বোকা বানিয়ে শাসকদলের ভোট করার প্রবণতার প্রতিচ্ছবিই ধরা পড়েছে রাজ্য বাজেটে। ৯-১০ বছর ধরে রাজ্যে কোনও কর্মসংস্থান নেই। কেন বাংলার মানুষকে রাজ্যের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হবে? এখানে বিনিয়োগের পরিবেশ নেই, শিল্পের পরিবেশ নেই। কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজের অত্যাচারে লোক পালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সচেতন, সবই জানেন কী হচ্ছে। প্রত্যেকবারই মানুষকে বোকা বানিয়ে এসব শ্রুতিবাক্য শোনানো হয়"। উল্লেখ্য, এদিন বাজেট পেশ করতে গিয়ে একগুচ্ছ নয়া প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। চা বাগানের গৃহহীন শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের জন্য 'চা সুন্দরী' নামে প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলার পড়ুয়াদের 'উৎসাহ' প্রদানের লক্ষ্যে কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে 'মহাত্মা গান্ধী, জয় হিন্দ ও আজাদ' নামে ৩টি সিভিল সার্ভিস অকাদেমি তৈরি করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কর্ম সংস্থানের জন্য বেকারদের জন্য 'কর্মসাথী' প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 'জয়জহর' প্রকল্পে তফশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রাজ্যে ১ হাজার টাকা মাসিক বার্ধক্য ভাতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সিঁথিতে ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে ধুন্ধুমার

কলকাতা,১০ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):উতপ্ত সিঁথিউ সোমবার থানার মধ্যেই এলাকার ব্যবসায়ীর মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার উত্তর কলকাতার সিঁথি থানা।
চোরাই মাল বিক্রির অভিযোগে সিঁথি এলাকার এক ব্যবসায়ীকে থানায় ডাকা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। পুলিশ সূত্রে খবর, চোরাই মাল চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হলে জেরার মুখে ওই অভিযুক্ত ব্যবসায়ী এলাকারই আরেক ব্যবসায়ী রাজকুমার সাউয়ের নাম নেয়। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত দাবি করেছিল চোরাই মাল তিনি রাজকুমার সাউ নামে ওই ব্যক্তিকেই বিক্রি করেছিলেন।এরপর আসল ঘটনা জানার জন্য রাজকুমার সাউকে থানায় ডাকা হয়।
পুলিশ সূত্রে খবর জেরা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন রাজকুমার সাউ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। রাজকুমার সাউ মৃত্যু জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।এরপরই পুলিশের মারেই মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে উত্তেজিত জনতাউ থানায় ঢুকে এলোপাথাড়ি ভাঙচুর চালায় তারা।

রামপুরহাট পুরসভার বিজেপি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

রামপুরহাট, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এবার ওয়ার্ডে কাজ না করার অভিযোগ বিজেপি কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। এই মর্মে সোমবার তৃণমূলের তরফে রামপুরহাট পুরসভায় বিজেপি কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দায়ের করা হয়। অভিযোগ, প্রতিমাসে টাকা তোলা হলেও নিকাশিনালা পরিষ্কার হয় না। এমনই অভিযোগ তুলে এদিন রামপুরহাট পুরসভায় স্মারকলিপি জমা দিল তৃণমূল। যদিও বিজেপি কাউন্সিলরের দাবি শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এসব বলছে তৃণমূল। আমি তথ্য জানার অধিকার আইনে কোন ওয়ার্ডে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছি। তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কারা দুর্নীতিগ্রস্থ। যদিও চেয়ারম্যান পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কাউন্সিলরের হাতে কোন টাকা দেওয়া হয় না। দোরগোড়ায় পুরসভা নির্বাচন। নির্বাচন কাছে আসতেই পুরসভার একমাত্র বিজেপি কাউন্সিলর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিমাসে রাস্তাঘাট ও নিকাশি নালা পরিস্কারের জন্য ২৮৪০৫ টাকা কতে তোলেন কাউন্সিলর। কিন্তু কোন নালা পরিষ্কার হয় না। কাউন্সিলর অপদার্থ। ফলে মানুষকে নোংরা আবর্জনার মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। মানুষই এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।
যদিও কাউন্সিলর শুভাশিস চৌধুরী বলেন, "আমি পদার্থ বলেই মানুষ আমাকে চারবার আশীর্বাদ দিয়ে জয়ী করেছেন। তার মধ্যে দু'বার অভিযোগকারীর বাবাকে মানুষ পরাজিত করেছেন। ২০১০ সালে আমার ওয়ার্ডে তৃণমূল মাত্র ৯ টি ভোট পেয়ছিল। রামপুরহাটের তৃণমূল বিধায়ক ওই ওয়ার্ডের জন্য একটি টাকাও দেননি উন্নয়নের জন্য।
এবার শাসক দলের শীর্ষ নেতারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন আমার ওয়ার্ডে জিততে না পারলে মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিকিট পেতে অসুবিধা হবে। তাই এখন এসেব করছে। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি মন্ত্রীর বাড়ির কোন প্রার্থী ওই ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। তাছাড়া আমিও পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে তথ্য জানার অধিকার আইনে জানতে চেয়েছি কোন ওয়ার্ডে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রকাশ করা হোক।।

শাহিনবাগ মামলায় কার্যত মৃত শিশুর মাকে ভার্তনা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শাহিনবাগে সিএএ-বিরোধী আন্দোলনে একটি চার মাসের শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় কার্যত মৃত শিশুটির মাকে ভার্তনা করল শীর্ষ আদালত উ সোমবার ওই মামলায় প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে বলেন, "চার মাসের শিশু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল? মায়েরা কীভাবে এটা সমর্থন করেন!" সেইসঙ্গে ওই ঘটনায় কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারকে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। দুই সরকারের কাছেই দেশের শীর্ষ আদালত জানতে চেয়েছে, কোনোরকম আন্দোলনে শিশুদের নিয়ে যাওয়ার বা অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা। এদিন শাহিনবাগে আন্দোলনরত কয়েকজন মায়ের কেঁসুলি বলেন যে রাষ্ট্রসংঘের রায় — যা সমর্থন করেছে ভারতও — অনুযায়ী, শিশুদের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। এর উত্তরে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে বলেন, "চার মাসের শিশু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল? মায়েরা কীভাবে এটা সমর্থন করেন!" ভারতের সলিসিটর-জেনারেল তুষার মেহতাও বলেন যে এত ছোট শিশুকে প্রতিবাদস্থলে নিয়ে যাওয়া অনুচিত।
উল্লেখ্য, শাহিনবাগে আন্দোলনকারী এক দম্পতির ওই সন্তানের মৃত্যু হয় ২৯ জানুয়ারি রাতে। দিল্লির তীব্র ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে মারা যায় শিশুটি, এমনটাই জানা গিয়েছে। শিশুটির মা নাজিয়া (২৪) জানান যে তিনি প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন।
এই ঘটনার পর রাষ্ট্রীয় সাহসিকতা সম্মানে ভূষিত জেন গুনরতন সদাভার্তে প্রধান বিচারপতির দফতরে চিঠি লিখে আবেদন জানান যে আদালত যেন শিশুদের অধিকার বজায় রাখতে হস্তক্ষেপ করে, এবং বলেন যে তাদের প্রতিবাদ সভায় নিয়ে যাওয়া "নিষ্ঠুরতার সামিল"। সদাভার্তের আরও বক্তব্য, শাহিনবাগে আন্দোলনকারীদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে একাধিক সদ্যোজাত এবং শিশু, যাদের প্রতিকূল আবহাওয়ায় থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে, যা তাদের অধিকার লঙ্ঘন করছে। মৃত শিশুর মা নাজিয়ার উকিলদের, এবং সাংবাদিক জন দয়ালের কিছু বক্তব্যেও অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত।

সভাপতি পরিবর্তন, বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ইলামবাজারে, আহত দুই

ইলামবাজার, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জেলা বিজেপির প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উত্তাল ইলামবাজার। শুরু হয়েছে বর্তমান ও প্রাক্তন সভাপতির মধ্যে চাপানউতোর। জানা গেছে, সভাপতি পদ পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত। ঘটনার জেরে, ইলামবাজারে তিন জন আহত হয়েছে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে নাচোনসা গ্রামে প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ খাঁ এর সর্মথকেরা বনভোজন করছিল। বর্তমান জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের অনুগামী নব নির্বাচিত মণ্ডল সভাপতি বিকাশ মণ্ডল। অন্যদিকে, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি অভিজিৎ খাঁ প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়ের অনুগামী। অভিজিৎ খাঁর সমর্থকদের বনভোজন চলাকালীন এই রাস্তা দিয়ে বর্তমান সভাপতি বিকাশ বাবুর কিছু সর্মথক পেড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে কটূক্তির জেরে বাদানুবাদ ও মারধর চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় গ্রামে উত্তেজনা দেখা দেয়। সোমবার সকালে দুই পক্ষকে নিয়ে গ্রামে বৈঠকে বসেন ব্লক সভাপতি বিকাশ বাবু। কিন্তু বৈঠকের মধ্যে দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। একে অপরকে লাঠি নিয়ে আক্রমন করে। বিকাশ বাবুর অভিযোগ, অমিত লোহার এবং সাহেব লোহার লাঠি দিয়ে পিছন দিক থেকে তার মাথায় মারে, তিনি পরে গেলে ইঁট দিয়ে তার মাথা থেঁতলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এদিকে প্রাক্তন ব্লক সভাপতি অভিজিৎ খাঁ বলেন, বিকাশ বাবু তৃণমূলে ছিলেন। পরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি ব্লক সভাপতি হয়ে তোলাবাজি শুরু করে ছেন তাই মানুষ এর প্রতিবাদ করেছে। ঘটনার জেরে সাহেব লোহার এবং অর্চনা ঘোষ আহত হয়েছে। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলকে ফোন করলে, তিনি ফোন ফোন ধরেন নি।

চিনে নিখোঁজ করোনাভাইরাস নিয়ে খবর করা সাংবাদিক

বেজিং, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : চিনে নিখোঁজ হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া নতুন করোনাভাইরাস নিয়ে প্রথমদিকে খবর করা সাংবাদিকদের একজন সাংবাদিক চেন কিউশি (৩৪)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ রয়েছেন চেন। সোমবার এমনটাই প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে।
খবরে প্রকাশ, চিনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন সাংবাদিক চেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ রয়েছেন চেন। পরে তার পরিবার ও বন্ধুরা পুলিশের কাছ থেকে জানতে পারে, তাকে কোয়ারেন্টাইনে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।
এই ঘটনায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষ উ রবিবার তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে চিনের জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'উইবো'তে ঝড় ওঠে। তার মুক্তির জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে সবাই। উইবোর এক পোস্টে একজন লেখেন,'আশা করি সরকার চেন কিউশির সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করবে।' আরেকজন লিখেছেন,'দ্বিতীয় লি ওয়েনলিং সামলানোর সামর্থ্য আমাদের নেই।' এর আগে লি ওয়েনলিয়াং নামে ৩৪ বছর বয়সী এক চিকিৎসক উহানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ভাইরাসটি যখন মাত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে,তখনই এ নিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করে পুলিশি হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন লি। তার মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে চিনের জনগণ।

বাজেট ভাষণে ঠাঁই মমতার কবিতা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাজেট ভাষণে ঠাঁই পেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা উ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র উ এদিন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রও সেপথেই হাঁটলেন। অমিত মিত্র উদ্ধৃত করলেন তাঁর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা।
আজ বাজেট ভাষণের শুরুতেই দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন অমিত মিত্র। বলেন, 'আজ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, চরম দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেশ। ভারতের অর্থনীতি আজ বিপন্ন। দেশের অর্থনীতি ভেন্টিলেশন চলে গিয়েছে। সেইসঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র উ এদিন বাজেট ভাষণ শেষ করেন তৃণমূলনেত্রীর 'কবিতাবিতান' নামে কবিতার বইয়ের 'সোনার বাংলা' কবিতা বলে। যার শেষ আছে 'এই মাটিতেই গড়ব আমরা উন্নয়নের ঘাঁটি/ আমাদের এই বাংলা হোক সোনার চেয়ে খাঁটি।'
তবে কবি হিসেবে একেবারে বিধানসভায় নিজের প্রতিষ্ঠা হতেই হাতে হাতে পুরস্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী উ বাজেট বক্তৃতার পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে পাশে বসিয়েই তিনি দাবি করেন, 'অমিত মিত্র দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী।'

মহম্মদবাজারে গণধর্ষণ ধৃত তিন

সিউড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাড়ি থেকে বাইকে করে তুলে নিয়ে এসে গণধর্ষণের শিকার এক আদিবাসী মহিলা। ঝাড়খন্ডের স্বামী পরিত্যক্তা আদিবাসী মহিলাকে বীরভূমের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষনের অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন যুবক। ধৃতদের বাড়ি বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার বনবাতাসপুর গ্রামে। দিনমজুর পরিবারের নির্যাতিতা গৃহবধূ ঝাড়খন্ডের রাণীশ্বর থানার এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা এলাকার গোপালপুর লাগোয়া কলাপিঠা জঙ্গল।
অভিযোগ অভিযুক্তদের হুমকির ভয়ে অসুস্থ নির্যাতিতা অভিযোগ করতে চায়নি। রবিবার নির্যাতিতার আত্মীয় উদ্যোগে থানার অভিযোগ জানায় নির্যাতিতা। ঐ রাতেই পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বনবাতাসপুর গ্রাম থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলেন নিজামুদ্দিন শেখ, মনিরউদ্দিন শেখ, নীলবাবু মির্ধা। এদের মধ্যে অভিযুক্তদের আরো একজন মাদা শেখ পলাতক। রাণীশ্বর থানা এলাকার বাসিন্দা স্বামী পরিত্যক্তা বছর ৩০ এর গৃহবধূর একটি ছেলে রয়েছে। গৃহবধূর পূর্ব পরিচিত ছিল নিজামুদ্দিন শেখ। তার সঙ্গে পাথর খাদানের কর্মী হিসাবে পরিচয় হয়। নির্যাতিতা অভিযোগে জানিয়েছে, অভিযুক্ত নিজামুদ্দিনের সঙ্গে মোবাইলে ফোন করে দেখা করতে চায়। গত শনিবার বিকেলে ঝাড়খণ্ডে মহিলার বাড়ি গিয়ে কাজ দেবার অছিলায় বাড়ির দরজা থেকে মোটরবাইকে চাপিয়ে তুলে নিয়ে আসে নিজামুদ্দিন ও তার সঙ্গী মাদা শেখ। রাণীশ্বর এলাকা থেকে সোজা তুলে নিয়ে আসে মহম্মদবাজারের কলাপিঠা জঙ্গলে। সেখানে আগে থেকেই হাজির ছিল মনিরউদ্দিন শেখ, , নীলবাবু মির্ধা। অভিযোগ, জঙ্গলের মাঝে একটি পাম্প হাউসে ঢুকিয়ে চারজন মিলে মহিলার

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

রনবীরের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকাপাকি ভাবে হলেও তবুও মন খারাপ আলিয়ার

বলিউডের বর্তমান প্রজন্মের নায়িকাদের মধ্যে আলিয়া ভাটের ধারে কাছেও কেউ নেই। সব চরিত্রে অভিনয় করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। সেই ধারাবাহিকতায় নামী পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির ''গাঙ্গুবাঈ'' ছবিতে মহেশ ভাট-কন্যাকে দেখা যাবে মুম্বাইয়ের মাফিয়া কুইন গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াবাড়ির ভূমিকায়। সহজ করে বলতে গেলে, তিনি নামকরা এক যৌনপল্লীর সর্দারনী।সঞ্জয় লীলা বানসালির ছবি মানে শুধু দারুণ গল্প বা পরিচালনা নয়, ছবির গানও সমান ভাবে দর্শকের মন জয় করে। কিন্তু ''গাঙ্গুবাঈ'' ছবিতে আলিয়ার কণ্ঠে কোনো গান নেই। এ জন্য নাকি নায়িকার খুব মন খারাপ। তিনি ভেবেছিলেন, ছবিতে নানা স্বাদের প্রেমের গান থাকবে। সেগুলোর অন্তত একটিতে তিনি কণ্ঠ দেবেন। কিন্তু ছবিতে বেশ কয়েকটি গান থাকলেও আলিয়ার লিপে একটিও নেই।''গাঙ্গুবাঈ'' ছবিতে আলিয়ার চরিত্রের জায়গায় প্রথমে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নাম ভাবা হয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত ব্যস্ততার মাঝে তিনি ডেট দিতে পারেননি। এর পরই প্রস্তাব যায় আলিয়া ভাটের কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেটা লুফে নেন। শুটিং শুরুর কয়েকদিন আগে আলিয়াকে বেশ কয়েকবার বানসালির অফিসের বাইরে দেখা যায়। ছবি নিয়ে তাদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়।মুম্বাইয়ের রেড লাইট অঞ্চল কামাথিপুরার যৌনপল্লীর মালিকের জীবনের উপর নির্মিত হচ্ছে ''গাঙ্গুবাঈ''। সেই চরিত্রটিই করছেন আলিয়া ভাট। এস হুসেন জাইদিয়ালতের লেখা ''মাফিয়া ক্যুইনস অব মুম্বাই'' নামক বইয়ের একটি অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে এই ছবির গল্প। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর।উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে আলিয়া-রণবীরের বিয়ের সময়। বিয়ে হবে আগামী ডিসেম্বরে। মহেশভাট পরিবারও রণবীরকে জামাই হিসাবে ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছে। গত বছর মহেশ ভাট ''দ্য টেলিগ্রাফ''কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে রণবীর সম্পর্কে বলেন, ''''অবশ্যই ওরা প্রেম করছে। আমি রণবীরকে ভালোবাসি. ও খুব ভালো ছেলে। ওদের সম্পর্ককে ওরা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেটা একান্তই ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।'''' এই সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেললেন রণবীর-আলিয়া, যারা বি টাউনে ''রালিয়া'' বলে পরিচিত।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন ?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড় প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।'' সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন।

সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনিলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়।

মানসিক চাপ দূর

দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্টি সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি।

বিচ্ছিন্নতা

আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটুখানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

সারাকে কারিনার প্রশ্ন কারও সঙ্গে রাত কাটিয়েছ?

বলিউডে নতুনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলো ছড়াচ্ছেন সারা আলি খান। পিতা সাইফ আলি খানের পরিচয় ছাপিয়ে তিনি নিজের পরিচয় বেশ ভালোভাবেই মেলে ধরতে পেরেছেন। এবার সত মা কারিনা কাপুর খান সারাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কারও সঙ্গে রাত কাটিয়েছে কিনা। আগামী ভ্যালেন্টাইনস ডে''তে মুক্তি পাবে ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত ''লাভ আজকাল টু'' ছবিটি। আর এ ছবিটির প্রচারণা চালাতে কারিনা কাপুর সঞ্চালিত ''হোয়াট ওমেন ওয়ান্ট'' শোতে হাজির হয়েছিলেন সারা আলি খান।সারাকে স্বাগতম জানিয়ে কারিনা জানালেন, এই শো''তে শুধু তার পরিবারের একজন সদস্যরই আসা বাকি ছিল, এবার

সেটাও পূরণ হয়ে গেল। এরপর আড্ডা শুরু করেন পতৌদি বাড়ির বধূ ও কন্যা।কেমন ছেলে পছন্দ, সারাকে এমন প্রশ্ন করেন কারিনা। জবাবে সারা জানান, যার রসবোধ আছে, যে মানুষ হিসেবে বেশ মজার এমন কাউকেই তার পছন্দ। এমনকি সেই ব্যক্তি খুব সুন্দর দেখতে না হলেও চলবে। তিনি জানান, তার এমন ব্যক্তিই পছন্দ যাকে দেখিয়ে তিনি গর্বের সঙ্গে বলতে পারবেন এই ব্যক্তিটি শুধুই তার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মা-মেয়ের এমন ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই মনে করছেন সারা আলি খান হয়তো কার্তিক আরিয়ানের কথাই ইঙ্গিত করছেন। কারিনার শোতে হাজির হয়ে মুক্তি প্রতীক্ষিত ''লাভ আজকাল টু'' ছবি নিয়েও কথা বলেন সারা। এরপরই শুরু হয় চটজলদি প্রশ্নোত্তর পর্ব। আর এখানেই সত মায়ের প্রশ্নে বিব্রত হন সারা। এ পর্বে কারিনা তার সত মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন কারও সঙ্গে এক রাত কাটিয়েছ কিনা, জবাবে সারা বলেন, কখনোই না।

৮০ বছরে পা দিল ''টম অ্যান্ড জেরি''

টম অ্যান্ড জেরি। ৯০ দশকের শিশুদের সামনে এই কার্টুনটি না চললে যেন মুখ গম্ভির করে বসে থাকতো তারা। আর এখানে একটি বিড়াল এবং ইঁদুরের কাহিনী যেন উপভোগ করতেন সবাই। বোকা বাক্সে এটির চলা মানেই সবার ঠেঁটের কোণায় এক চিলতি হাসি। বিড়াল যে ইঁদুরের জম তা সবার জানা। কিন্তু ইঁদুরও যে বিড়ালকে নাজেহাল করতে পারে তা হয়ত জানা যেত না জেরির আবির্ভাব না হলে। আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে শুরু হয়েছিল এই ''টম আর জেরির'' লড়াই, এখনো চলছে। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জেরিকে বাড়ি থেকে তাড়াতে নানা ফন্দিফিকির করে টম। কিন্তু সব চেষ্টা মাটি করে দেয় ইঁদুরটি। সারাক্ষণ একজন আরেকজনের পেছনে লেগে থাকে, আবার বেশিক্ষণ আলাদাও থাকতে পারে না! এমনি এক মধুর সম্পর্ক এই দুই প্রাণীর। এই খুনসুটি কখনো কখনো সহিংসতার পর্যায়ে চলে যায়। তবে কার্টুনের জগতে কেউ মরে না। হাতুরির আঘাতে চিড়ে চ্যাপটা হয়ে যাওয়া টম দিব্যি বেঁচে উঠে আবার জেরিকে তাড়া করে। এখানে মৃত্যুও হয়ে ওঠে হাসির খোরাক! কার্টুন জগতের অনন্য এই দুই চরিত্র নিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সালে যাত্রা শুরু করে ''টম অ্যান্ড জেরি''। পরিচালক ছিলেন উইলিয়াম হ্যানা, জোসেফ বারবারা ও রুডলফআইসিং। এই কার্টুনের নির্মাতা উইলিয়াম হ্যানা ও জোসেফ বারবারা কাজ করতেন প্রযোজক সংস্থা এমজিএম''এর অ্যানিমেশন বিভাগে। অন্যান্য অ্যানিমেশন স্টুডিও পর্কি পিগ ও মিকি মাউসের মত সফল কার্টুন তৈরি করতে পারলেও এমজিএম তখনো সাফল্যের মুখ দেখেনি।টম অ্যান্ড জেরির দুই স্রষ্টা উইলিয়াম হ্যানা ও জোসেফ বারবারাঅনেকটা বিরক্ত হয়েই ৩০ বছরের কম দুই নির্মাতা ভিন্ন কিছু করার চিন্তা করেন। বারবারা প্রস্তাব করেন ইঁদুর ও বিড়ালের প্রতিদিনের খুনসুটির কাহিনী নিয়ে অ্যানিমেশন তৈরি করার, যদিও তার আগে অসংখ্যবার এই পটভূমিতে কার্টুন তৈরি করা হয়েছে। ১৯৪০ সালে তারা প্রথমবার প্রকাশ করেন ''পুস গেটস দ্য বুটস''। অভিষেক ছবিটি সফলতা পায় এবং নির্মাতা স্টুডিও সেরা অ্যানিমেটেড শর্টফিল্ম বিভাগে অস্কার মনোনয়ন পায়। তবে যেই দু''জন অ্যানিমেটর ছবিটি তৈরি করেন তাদেরকে কোনো কৃতিত্ব দেয়া হয়নি। কার্টুনের চরিত্রদের সব কার্যকলাপকে ফুটিয়ে তোলে স্কট ব্র্যাডলির আবহ সঙ্গীত আর টমের প্রায় মানুষের মত চিতকারের পেছনে কণ্ঠ দেন হ্যান্না নিজে। পরের দুই দশকে প্রায় ১০০টি ছোট পরিসরের কার্টুন তৈরির পেছনে ছিলেন হ্যান্না ও বারবারা। প্রতিটি পর্ব তৈরি করতে কয়েক সপ্তাহ লাগতো এবং প্রায় ৫০ হাজার ডলার খরচ হতো। কাজেই প্রতিবছর হাতে গোনা কয়েকটি পর্বই তৈরি করা সম্ভব হতো। সমৃদ্ধ হাতে আঁকা অ্যানিমেশন ও সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সহ দৃশ্যপট থাকায় সারা বিশ্বেই এই ''টম অ্যান্ড জেরি''র সর্বশ্রেষ্ঠ কার্টুন চিত্র। হলিউড ফিচার ফিল্ম ক্যাটাগরিতে সাতটি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পায় এই ফিল্মগুলো। হ্যানা মারা যান ২০০১ সালে আর বারবারা ২০০৬ সালে। বর্তমানে এই কার্টুনের স্বত্বাধিকারী ওয়ার্নার ব্রাদারস। এই বছরের ক্রিসমাসের আগেই আবার পর্দায় আসছে ''টম অ্যান্ড জেরি''।

''গোলন্দাজ''-এর লুকে দেব-ইশা, দেখে নিন ফোটো

ছবিতে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকায় রয়েছেন দেব। ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। বাঙালির ''ফুটবল প্রিয়'' তকমাটা যে মানুষটার জন্য শুরু হল, তিনিই ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গিয়েছেন। ''তিনি তো যুগপুরুষ। কিন্তু ফুটবল পাগল এই জাতিটা মানুষটাকে ভুলে গিয়েছি, কী অদ্ভুত বিস্মৃতি না!'' আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন পরিচালক ধ্রুব।দেবের পর এদিন সামনে এল ছবির অন্যান্য কাস্টিংও। ছবিতে শোভাবাজারের রাণি এবং নগেন্দ্রপ্রসাদের স্ত্রী কমলিনীর ভূমিকায় ঈশা সাহা। কমলিনীই ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদের জোর, যিনি সবসময় তাঁর পাশে ছিলেন।ইন্দ্রাশিস রায় রয়েছেন জিতেন্দ্রর চরিত্রে।

জিতেন্দ্র দেশের মাটির প্রতি টানই তাকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। কিন্তু এই ছবি নগেন্দ্রপ্রসাদের বায়োপিক নয়।রাজবাড়ির রাজা আনন্দকৃষ্ণের ভূমিকায় চিত্রনাট্যকার পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। ক্রীড়া সাংবাদিক দুলাল দে''র সঙ্গে জুটি বেঁধে গল্প লিখেছেন ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯২ সালকেই ছবিতে তুলে ধরবেন পরিচালক, চলছে তারই প্রস্তুতি।এই ছবির আরও একটি চমক সূর্য কুমার সর্বাধিকারী ওরফে দেবের বাবার ভূমিকায় শ্রীকান্ত আচার্য। প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারীর চরিত্রে থাকছেন পরিচালক-অভিনেতা জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। সূর্য কুমারের দাদা প্রসন্ন এবং নগেন্দ্রকে নিজের সন্তান স্নেহে দেখতেন। ''গোলন্দাজ''-এর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ ও গান লিখেছেন শ্রীজাত। ক্যামেরায় সৌমিক হালদার।ছবিতে ইতিহাস বিকৃত হয় এমন কিছু করবেন না পরিচালক। কেবল প্রয়োজন মত এগিয়ে-পিছিয়ে নেবেন ঘটনাক্রম।শুটিং শুরু হয়েছে কলকাতা ও শহরতলীতে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। এদিন চিত্রনাট্যের ছবি সোশালে দিয়ে শুটিং শুরুর কথা জানালেন দেব।

বাসস্ট্যান্ডে ঘুমানো সেই ছেলেটাই আজ বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী অভিনেতা

এএনএম নিউজ ডেস্ক : শাহরুখ খানকে সবাই একজন বড় অ''ভিনেতা হিসেবে চেনেন। কিন্তু শাহরুখ খানকে কি চেনেন যিনি অল্প অল্প করে ক্ষুদ্র ও নগন্য একজন মানুষ থেকে আজকের কিং খান হয়ে উঠেছেন?শাহরুখ খান শৈশবে বাবা-মায়ের সাথে দিল্লির একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। স্কুলে শাহরুখ পড়াশোনায় যেমন দুর্দান্ত ছিলেন, তেমনি উজ্জ্বল ছিলেন হকি ও ফুটবলে। এই দুই খেলায় শাহরুখ ছিলেন অনবদ্য। হয়তো সেই ছাপটাই পাওয়া গেছে ''চাক দে ইন্ডিয়ায়।''কলেজ জীবনেই শাহরুখের মা''থায় অ''ভিনয়ের ভুত চেপে। এমন জো''রালো ভাবেই চাপে যে মাস্টার্সের মাঝপথেই তিনি ডিগ্রি ছেড়ে থিয়েটারে নামেন। কিন্তু যার ভাগ্যের লিখন খা''রাপ তার সবদিক থেকেই যেন ''খারাবি''

আসতে থাকে। সেই সময় তার বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মা''রা যান। তার কিছুদিন পরে মা-ও পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেন। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।শাহরুখ খান দারুণ অর্থ সংকটে পড়েন। যার ফলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনের কাজ করেন। যেখানে তিনি পেতেন মাত্র ৫০ রুপি। শাহরুখ বলেন, '' সিনেমায় অ''ভিনয় করার লক্ষ্য নিয়ে যখন আমি মুম্বাইয়ে আসি তখন আমা''র থাকার জায়গা নেই, খাবার নেই কোনো টাকাপয়সা নেই।'' এসময় তিনি টিভি সিরিয়ালের ছোট ছোট চরিত্রে কাজ করা শুরু করেন। শাহরুখের নিকট তখন এটাই অনেক।শাহরুখ ''কাভি হা, কাভি না'' নামের একটি সিনেমায় প্রথমবারের মতো কাজ করেন এবং সেখান থেকে ২৫ হাজার রুপি পান। নিজের ছবি মুক্তির দিন নিজেই ছবির টিকেট ক্রয় করেন। সে সময়ও তিনি মুম্বাইয়ের বাসস্ট্যান্ড ও সমুদ্র সৈকতের ধারে ঘুমাতেন।কিন্তু ১৯৯৩ সালটা শাহরুখের শুধু ক্যারিয়ারই ঘুরিয়ে দেয় না, বলতে গেলে পুরো লাইফটাই পালটে দেয়। ৫ বছরের সংগ্রামী জীবনের পর মুক্তি পায় ছবি ''দিওয়ানা।'' এই ছবিতে দিব্যা ভা''রতীর বিপরীতে ঋষি কাপুরের সাথে প্যারালাল চরিত্রে অ''ভিনয় করেন শাহরুখ। ছবি শুধু শাহরুখের কারণেই ''সুপার ডুপার বামপার'' হিট হয়ে যায়। এই ছবির প্রতিটি গান শুধু ভা''রত নয় গোটা উপমহাদেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়। ১৯৯৩ সালের পরেও দীর্ঘ সময় জুড়ে ছিল ''দিওয়ানা'' উন্মাদনা।এই ছবির মাধ্যমেই তিনি সেরা অ''ভিষেকের পুরস্কার জিতে নেন। শাহরুখ বলেন, আমি যতটা না সৃজনশীল অ''ভিনয়ের জন্য ছবিতে সাইন করেছি তারচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল আমা''র অভাব ঘোচানো। এরপরের ঘটনা সবারই জানা। আজ শাহরুখ খান শুধু বলিউডের কিং খানই নন, তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় সবচেয়ে ধনী অভিনেতা।

ঘুমোবার সময় নেই, ২৩ ঘণ্টা একটানা কাজ করলেন অনন্যা পাণ্ডে

মুম্বই: রুপোলি জগত মানেই চোখধাঁধানো গ্ল্যামার, ক্যামেরা-ফ্ল্যাশবাল্বের হাতছানি, বিলাসবহুল জীবন - নায়ক-নায়িকাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এমনটা ধারণা অনেকেরই। কিন্তু তাঁদের কঠিন পরিশ্রম আর চ্যালেঞ্জের কথা শুনলে যে কেউ চমকে যাবেন!পারভেজ শেখের পরিচালনায় ''খালি পিলি'' ছবিতে কাজ করছেন অনন্যা পাণ্ডে। সেই ছবিতে একটি দৃশ্যের শুটিং-এ টানা ২৩ ঘণ্টা কাজ করলেন তিনি, একটুও বিশ্রাম না নিয়ে।একের পর এক ছবি এখন অনন্যার হাতে। সেই সঙ্গে চলছে অনেকগুলি ছবির স্ক্রিপ্ট পড়ার কাজ। জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে হাজিরা দিতে হয় হরেক ইভেন্টেও। কিন্তু কখনও সময়ের নড়চড় হয় না তাঁর। তাই নিজের কথা রাখতে ২৩ ঘণ্টা কাজও করতে পিছপা হন না চাঙ্কি-কন্যা।

সোমবার আগরতলায় আর্থিক সাক্ষরতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্য বাজেট সংখ্যা তত্ত্বের কারচুপি : রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): রাজ্য বাজেট সংখ্যা তত্ত্বের কারচুপিউ সোমবার এমনটাই মন্তব্য করলেন বিজেপি জাতীয় সম্পদক রাহুল সিনহা। পাশাপাশি এই বাজেটে কোন আর্থিক কল্যাণ হবে না বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশের পর, এদিন রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে রাহুলবাবু বলেন, "এই বাজেট দেউলিয়ার বাজেট। লোক ঠকানোর বাজেট"। সিপিআইএমের অনুকরণে জালিয়াতির বাজেট বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন মাওবাদী নেতা ছত্রধর মাহাতোউএই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, "আবারও এ রাজ্যে মাওবাদী মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেখানে প্রশ্রয় দিচ্ছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয় একইসঙ্গে মাথাচাড়া দিয়েছে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরাও।

বিষয়টি বাংলার জন্য উদ্বেগজনক"। রাহুলবাবুর কথায়, "যে মাওবাদী শক্তি ঠান্ডা হয়ে গিয়ে ছিল, তা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে।

মমতা সহ এই সরকারের প্রশ্রয়ে মাওবাদীরা আবার রাজ্যে জাল বিস্তার করছে।

অন্যদিকে, এদিন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের বাজেট পেশের অনুষ্ঠান সরাসরি লাইভ সম্প্রচার হওয়ায় ফের অপমানিত বোধ করে টুইট করেন রাজ্যপাল।

এদিন এই বিষয়ে কার্যত রাজ্যপালের পাশে দাঁড়ালেন তিনিউ বলেন, "নিচু মন নিয়ে কখনও বড় কাজ হয় নাউ সাংবিধানিক প্রধানকে কেন মিডিয়ায় দেখানো হবে না তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন করেন তিনিউ তার কথায় স্পষ্ট রাজ্যপাল কোন ভুল করেননি।

ঘণ্টায় ১২৮৭ কিলোমিটার গতিতে উড়ে রেকর্ড গড়ল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ

লণ্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঘণ্টায় ১২৮৭ কিলোমিটার গতিতে উড়ে রেকর্ড গড়ল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমান। যার ফলে দ্রুততম সাবসোনিক বিমানের রেকর্ড গড়ে বোয়িং-৭৪৭ এয়ারক্র্যাফটটি। সোমবার এ তথ্য জানায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। সংবাদমাধ্যম সিএনএনের ঊর্ধতন আবহাওয়াবিদ ব্র্যান্ডন মিলার বলেন, রবিববার জেট স্ট্রিমের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বাতাসের গতি ছিল প্রতি ঘণ্টায় দুশ' মাইলেরও বেশি।খবরে প্রকাশ, শনিবার বোয়িং-৭৪৭ এয়ারক্র্যাফটটি রাতে নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনের দিকে যাত্রা করে। মাত্র ৪ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে রবিবার সেটি লন্ডনে পৌঁছায়। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে প্লেনটি অবতরণ করে ভোর ৪টা ৪৩ মিনিটে নির্ধারিত সময়ের দু' ঘণ্টা আগে। বিমানটির সর্বোচ্চ গতি ছিল ৮২৫ মাইল প্রতি ঘণ্টা। বিএ'র এক মুখপাত্র বলেন, গতির রেকর্ডের চেয়ে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি আমরা। আমাদের সুপ্রশিক্ষিত পাইলট সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সময়ের অনেক আগেই যাত্রীদের নিরাপদে লন্ডনে পৌঁছে দিয়েছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, একটি বিমান নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন যেতে বা আসতে গড়ে ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সময় লাগে। শব্দের বেগ ৭৬৭ মাইল প্রতি ঘণ্টা। সাবসোনিক অর্থাৎ শব্দের গতির চেয়ে ধীর এ প্লেন এদিন তার গতি অতিক্রম করে গিয়েছিল। প্লেনের গতিবেগ এর চেয়ে অনেক বেশি থাকলেও সেটি শব্দের চেয়ে ধীর গতিতেই উড়ছিল, সঙ্গে ছিল শক্তিশালী বাতাস। যার জন্য সেটি ঘন্টায় আটশ' মাইলের বেশি বেগে উড়ে শব্দের গতি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

দিশপুরে বৈঠকের আমন্ত্রণ, প্রশাসনের আশ্বাস পেয়েও আজ বনধ-এ অনড় ডিমা হাসাওয়ের আন্দোলনকারীরা

হাফলং (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে দ্বি-খণ্ডিত করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী ১০ দিনের মধ্যে এন সি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামকে দিশপুরে বৈঠকে আমন্ত্রন জানানো হবে বলে ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হলেও ইন্ডিজেনাস পিপুলস ফোরাম তাদের অনির্দিষ্টকালের ডিমা হাসাও জেলা বনধ-এ অবিচল রয়েছে। সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৫ টা থেকে অনির্দিষ্টকালের বনধ শুরু হবে।

এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বনধ থেকে সরে আসার জন্য ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামকে জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া ও পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ আহ্বান জানালেও সংগঠনটি এতে রাজি হয়নি। জেলাশাসক বনধ আহ্বানকারীদের নিয়ে বৈঠক করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার দিকটি দেখে বনধ প্রত্যাহার করার কথা অনুরোধ জানানোর পরও ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের নেতৃত্ব এতে কর্ণপাত করেনি।

অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর বৃহৎ সংগঠনগুলির জয়েন্ট কর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সর্বাবস্থায় ডিমা হাসাও জেলায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানিয়ে বনধ প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান জয়েন্ট কর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস সাংসন। কিন্তু কোনও কিছুতেই বনধ প্রত্যাহারে রাজি হয়নি ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম।

উল্লেখ্য গত ৬ ফেব্রুয়ারি একই দাবিতে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের আহ্বান করা ১২ ঘণ্টার বনধে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে হিংসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি হয়। আগামীকাল আহূত বনধকে কেন্দ্র করে যাতে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সে নিয়ে সতর্ক রয়েছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন। ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ বলেন, বনধকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত না হয়, যে কোনও অবস্থায় জেলার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিকে পুলিশ তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। পুলিশ সুপার বলেন, কেউ যদি বনধকে কেন্দ্র করে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে তা হলে এর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পুলিশ সুপার জানান বনধকে সামনে রেখে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কারণে বিএসএফকে কাজে লাগানো হবে বলে জানান পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ।

মাধ্যমিক : কাটিগড়ার পাঁচ সেন্টারে প্রথমদিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন

কাটিগড়া (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার পাঁচ সেন্টারে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে সোমবার। এদিন গনিরগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেন্টারে শিবনারায়ণপুর হাই মাদ্রাসার ৯২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে মোট সাতটি বিদ্যালয়ের ৫৮৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে সাত জন অনুপস্থিত থাকায় ৫৮০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছে।বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আফজল হুসেন লস্কর জানান, এদিন কাটিগড়া সার্কল অফিসার জিতেন্দ্র টাইড পরীক্ষা চলাকালীন পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে শান্তিপূর্ণভাবেই ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আজ সকাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। এবার কাটিগড়া অঞ্চলের ১১টি বিদ্যালয়ের ৮৬০ জন মাধ্যমিক এবং ৪১ জন আসাম হাই মাদ্রাসা মিলিয়ে সর্বমোট ৯০১ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে চারজন অনুপস্থিত থাকায় ৮৯৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছে। প্রথম দিন ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান বিদ্যালয়ের অফিসার ইনচার্জ পিনাককান্তি দেব ও এওসি (কনফিডেন্টশিয়াল) মুসব্বির আলি।

এছাড়া কালাইন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে মোট সাতটি বিদ্যালয়ের এক সেন্টার কালাইন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে একটি হাই মাদ্রাসা নিয়ে ১০৮৫ জন পরীক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সিরাজুল আম্বিয়া জানান, ১৫ জন অনুপস্থিত থাকায় পরীক্ষায় বসেছে ১০৭০ জন ছাত্রছাত্রী।

এছাড়া উত্তর কাটিগড়ার অন্তর্গত বিহাড়া যুধিষ্ঠির সাহা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেন্টারে এ বছর ছয়টি স্কুলের ৯৬৫ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে আট জন অনুপস্থিত থাকায় ৯৫৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছে। খুব শান্তিপূর্ণ ভাবেই প্রথম দিনের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এই বিদ্যালয়ে। বলেশ্বর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোট চারটি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মফুর উদ্দিন জানান, এই কেন্দ্রে ৩৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে। তিনি বলেন, প্রশাসন সতর্ক থাকার পরীক্ষায় কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

উন্নয়ন নেই দক্ষিণ করিমগঞ্জে অভিযোগ কংগ্রেস নেতা সিদ্দেকের

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উন্নয়নের নিরিখে জেলার পাঁচটি বিধানসভা এলাকার মধ্যে গত তিন বছরে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে দক্ষিণ করিমগঞ্জ। সমগ্র এলাকা জুড়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে খুঁজলেও বিধায়ক তহবিলের কাজের কোনও ফলক চোখে পড়বে না। বিজেপি সরকারের আমলে দক্ষিণ করিমগঞ্জের সার্বিক উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এই অভিযোগ এনে এআইইউডিএফ বিধায়ক আজিজ আহমদ খানকে কাঁঠগড়ায় তুলেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদ।

সিদ্দেক বলেন, সর্বানন্দ সরকারের হাতের পুতুল হয়ে আছেন বিধায়ক আজিজ আহমদ খান। গত প্রায় তিন বছরে দক্ষিণ করিমগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থারও কোনও উন্নয়ন হয়নি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে দক্ষিণ করিমগঞ্জে যে সকল গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল, সেই সকল প্রকল্পের কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই সকল সড়কের প্রকল্পগুলি কংগ্রেস আমলেই অনুমোদিত হয়েছিল। সিদ্দেক অভিযোগ করে বলেন, কংগ্রেস আমলে যে সকল গ্রামীণ সড়ক অনুমোদিত হয়েছিল, তার ৫০ শতাংশ কাজ এখন পর্যন্ত হয়নি।

দক্ষিণ করিমগঞ্জে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়ার দায় সরাসরি বর্তমান বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের উপর চাপিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, সমষ্টির উন্নয়নে স্থানীয় বিধায়কের কার্যত কোনও ভূমিকাই নেই। তিনি ব্যস্ত এমজিএনরেগার কাজ নিয়ে। এই প্রকল্পের অধীনে পূর্বের অনুমোদিত সড়কগুলির অ্যালাইনমেন্টে রদবদল করে সড়কের দৈর্ঘ্য কমানো হয়েছে। পূর্বে যে সড়কের দৈর্ঘ্য ১০ কিলোমিটার ছিল, কোনও ধরনের সার্ভে ছাড়া এখন অ্যালাইনমেন্টে রদবদল করে সেখানে সড়কের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ২ কিলোমিটার করা হয়েছে। সমগ্র দক্ষিণ করিমগঞ্জ জুড়ে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্প নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে বলে বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ।

তিনি বলেন, সমষ্টির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ মাল্টি সেক্টরেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (এমএসডিপি) টাকা ফিরে গিয়েছে। বিধায়ক আজিজ আহমদ খান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের উন্নয়নের অর্থ ডাইভার্ট করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছেন। নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও কোনও আগ্রহ নেই বলেও বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের তীব্র সমালোচনা করেন সিদ্দেক। সমষ্টির সিংহভাগ পানীয় জল প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। বর্তমান শুকনোর মরশুমে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে দক্ষিণ করিমগঞ্জবাসীর নাভিশ্বাস চরমে উঠলেও বিধায়কের এ বিষয়ে কোনও তৎপরতা নেই। দক্ষিণ করিমগঞ্জের যে সকল গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছিল, আজকের দিনে সেই সকল গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ থেকে বঞ্চিত। একজন বিধায়ক হিসেবে এই দায়িত্বটুকুও পালন করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন আজিজ আহমদ খান।

সিদ্দেক অভিযোগ করে বলেন, মোদ্দা কথা হল দক্ষিণ করিমগঞ্জের উন্নয়নে বিধায়কের কোনও সদিহচ্ছা নেই। রাজ্য সরকারের হাতের পুতুল হয়ে থাকতেই নিজেকে বেশি ধন্য মনে করেন তিনি। তাঁর কাছে সমষ্টির উন্নয়নের কোনও গুরুত্ব নেই। এমজিএনরেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সিদ্দেক বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের। কিন্তু বিধায়ক নিজের তহবিলের দুর্নীতি আড়াল করতে, এমজিএনরেগার কাজে অনাধিকার হস্তক্ষেপ করে চলছেন। বিধায়ক নিজের ভাই-সহ ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে এমজিএনরেগা প্রকল্পের মেটেরিয়াল সাপ্লাইয়ের ভেন্ডারের বরাত পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু বিধায়ক পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভেন্ডাররা মেটেরিয়াল সাপ্লাই না করে প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছেন। সমষ্টি জুড়ে এমজিএনরেগার প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র সাইনবোর্ড-সর্বস্ব হয়েই পড়ে রয়েছে।

জবকার্ডধারী শ্রমিকদের সঙ্গেও চলছে দুনম্বরি। কাজ না করেই ভুয়ো মাস্টাররুল বানিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হচ্ছে। সেখান থেকেও নেওয়া হচ্ছে কমিশন। অথচ জবকার্ডধারী নিজেরাই জানেন না তাদের নামে মজুরির টাকা জমা হচ্ছে, এবং উঠিয়েও নেওয়া হচ্ছে। আর এ সবই বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের পরোক্ষ মদতে চলছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ।

প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক জিএম সরুরিকে নোটিশ এনআইএ-র

শ্রীনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাওয়ালা মামলায় সোমবার প্রবীন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক জিএম সরুরিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠাল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। সরুরি প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদের ঘনিষ্ঠ। উল্লেখ্য, জিএম সরুরির নাম আগস্ট ২০১৩ সালে কিস্তওয়ারে সাম্প্রদায়িক হিংসাতে উস্কে দেওয়ার অভিযোগ

ছয়ের পাতায়

প্রতারণা, হুমকি ও ষড়যন্ত্রের মামলায় কালীঘাট থানায় জিজ্ঞাসাবাদ মুকুল রায়কে

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): একের পর এক মামলায় জর্জরিত তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড তথা অধুনা বিজেপি নেতা মুকুল রায়। সোমবার প্রতারণা হুমকি ও ষড়যন্ত্রের হামলার অভিযোগে কালীঘাট থানায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তৃণমূলের কাছে একটি অঙ্গ নাম্বার থেকে ফোন করে জানানো হয় মুকুল রায়ের নির্দেশ অনুযায়ী টাকা পাঠানো হবে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি।

এদিন, কালীঘাট থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় মুকুল রায় কে। জিজ্ঞাসাবাদের পর মুকুলবাবু জানান, 'কেউ ইচ্ছে করে মামলা করতেই পারে। বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রয়েছে। জীবনে কোনদিনও অনৈতিক কাজ করিনি আমি মোটেই বিব্রত নই।'

মুকুলবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও জানান, 'বাংলায় গণতন্ত্র নেইউ বাংলায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছেউ রাজনৈতিক দল থেকে এসব মামলা করা হচ্ছে। আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার আগে কোনও মামলা ছিল না। মমতা নিজে খুনের মামলা লোপাট করেছেন। বারাসত আদালতে সেই মামলা ছিল। ইতিহাস বলছে, এই সরকারের পতন হবেই"।

কাল থেকেই চালু মাধ্যমিক পরীক্ষার কন্টোলরুম

কলকাতা,১০ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা । আর আগামীকাল মঙ্গলবার থেকেই চালু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার কন্টোলরুম । মাধ্যমিক পরীক্ষার সংক্রান্ত যে কোনও খুঁটিনাটি জানার পাশাপাশি পরীক্ষার কোনও সমস্যার কথাও জানানো যাবে হেল্পলাইন নম্বরে ।

নম্বর দুটি হল ০৩৩-২৩৫৯-২২৬৪ এবং ০৩৩-২৩৫৯-২২৭৪, এছাড়াও সমস্যার কথা জানিয়ে ইমেল করা যেতে পারে। কন্টোলরুম খোলা থাকবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত । আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি।আর কন্টোলরুম খোলা থাকবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত।

২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৮ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) প্রথম ভাষা-র পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর ১৯ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) দ্বিতীয় ভাষাউ ২০ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ভূগোল । ২২ ফেবুয়ারি (শনিবার) ইতিহাস। ২৪ ফ্রেবুয়ারি (সোমবার) অঙ্ক।২৫ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) ভৌত বিজ্ঞান। ২৬ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) জীবন বিজ্ঞান । ২৭ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ঐচ্ছিক বিষয়ের মাধ্যমে শেষ হবে ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষা।

রাজ্যপালের সাথে দেখা করলেন বিজেপি প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে সোমবার রাজ্যপালের সাথে দেখা করলেন চার সদস্যের বিজেপির প্রতিনিধিদল। এদিন প্রধানত দুটো সমস্যা নিয়ে বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা মনোজ টিগ্গার নেতৃত্বে রাজ্যপালের সাথে দেখা করেন তারা।

এদিন মনোজ বাবু জানান, 'রাজ্য সরকার সরকারি টাকা খরচ করে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী ও সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন গণমাধ্যমে। এই বিজ্ঞাপন দিতে কত খরচা হয়েছে তা রাজ্য সরকার জানান। সাধারণ মানুষের টাকা খরচ করে এভাবে কোন রাজনৈতিক দল দিতে পারেনা।' পাশাপাশি তিনি আরো জানান, 'রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায় বিরুদ্ধে যে স্ট্রিং অপারেশন হয়েছিল তার দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে আমরা রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয়েছি।' এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যপাল।

পাশাপাশি এদিন বাজেট প্রসঙ্গে মনোজ টিগ্গা জানান, 'এই বাজেট একেবারেই কংক্রিট বাজেট নয়। ভোট এগিয়ে আসছে বলে ভোটব্যাঙ্ক বাড়াতে ধরনের বাজেট পেশ করছে রাজ্য সরকার।' অভিযোগ করে তিনি জানান, "এতগুলো প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে কিন্তু সেটা কোথা থেকে আসবে তার কোনো উল্লেখ তিনি করেননি। অনুদান নিয়ে চলছে এই সরকার"।

আঞ্চলিক পঞ্চায়েত কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন কাছাড়ের কাটিগড়া ব্লকে

কাটিগড়া (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের (এপি) সহ-সভাপতি দিব্যজ্যোতি পালের বিশেষ প্রচেষ্টায় এবং কাটিগড়ার বিধায়কের সুদৃষ্টি থাকায় কাটিগড়া আঞ্চলিক পরিষদের পুরাতন ভবনকে নতুন রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সোমবার কাটিগড়া ব্লকের পাশেই নব রূপে সজ্জিত এপি কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন করে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভানেত্রী বাবলি দাসকে পাশে বসিয়ে এই বক্তব্য পেশ করেছেন বিডিও সুজা হুসেন মজুমদার।

এদিন নবরূপে তৈরি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত কার্যালয়ের দ্বারোঘাটন করেন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন এবং এপি সভানেত্রী বাবলি দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কাটিগড়া জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্ত, ব্লকের প্রভাস সরকার-সহ এই ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের (জিপি) এপি সদস্যরা। পরে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিডিও সুজা হুসেন মজুমদার বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর প্রতিনিধিদের বসার জায়গার অভাব ছিল। কারণ যে কোঠা ছিল, সেটা ভাঙাচোরা থাকায় বসার অনুপযুক্ত ছিল। তাই এপি তহবিল থেকে ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা খরচ করে এই ভবন সংস্কার করা হয়েছে। এই ভবন সংস্কারের ফলে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা বসার জায়গা পাবেন। কাজে অগ্রগতি আসবে বলেও মনে করেন বিডিও মজুমদার। তাছাড়া ব্লক কার্যালয়ের পাশেই এপি কার্যালয় হওয়াতে কাজ করতেও সুবিধা হবে, বলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, কোনও এক সময় জনগণ অভিযোগ করতেন, কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ডে কর্মীরা অনুপস্থিত থাকেন। সেটা এখন সে রকম আর হয় না। সবাই উপস্থিত থাকেন। দিন বদলেছে, পরিস্থিতিরও বদল হয়েছে।

মডেল ভিলেজ, পাথারকান্দির পুতনি পঞ্চায়েতে তিন কোটি টাকা প্রকল্পের শিলান্যাস বিধায়কের

পাথারকান্দি (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার পশ্চাদপদ পুতনি গ্রাম পঞ্চায়েতকে মডেল ভিলেজে রূপান্তরিত করতে নানা সরকারি প্যাকেজ হাতে নিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। সোমবার বিভিন্ন পঞ্চায়েত কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে পুতনি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রায় তিন কোটি টাকার কাজের শুভ শিলান্যাস করেছেন বিধায়ক।

মডেল ভিলেজ সম্পর্কে বিধায়ককে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, গ্রামকে সব কিছুর পরিপূর্ণতায় গড়ে তুলে জনগণের জন্য সরকারিভাবে সুবিধা করে দেওয়ার নামই মডেল বা আদর্শ গ্রাম। শুধু পুতনিকে কেন মডেল ভিলেজ হিসেবে বেছে নিলেন? জবাবে বিধায়ক বলেন, প্রথমে এক গুণে তার পর দুই গুণতে হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে গোটা এলাকায় উন্নয়নের ছোয়া লাগানো সম্ভব নয়।

প্রকাশিত হল পুরভোটের সংরক্ষিত আসনের চূড়ান্ত তালিকা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): সোমবার প্রকাশিত হল পুরসভার সংরক্ষণ আসনের চূড়ান্ত তালিকা। কলকাতা পুরসভার অধীনে রয়েছে ১৪৪ টি ওয়ার্ড তার মধ্যে ৫৬ টি আসন সংরক্ষিত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বেশিরভাগই সংরক্ষিত রয়েছে মহিলাদের জন্য।

ওই চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী ৩৩, ৫৮, ৭৮, ১০৭, ১১০, ১২৭, ১৪১ ও ১৪২ নম্বর ওয়ার্ড তপশিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত করা থাকছে। ৩৩, ৭৮ ও ১২৭ নম্বর ওয়ার্ড সংরক্ষিত থাকছে তপশিলি মহিলা প্রার্থীদের জন্য। বাকি ৪৫টি ওয়ার্ড সংরক্ষিত থাকছে মহিলা প্রার্থীদের জন্য। ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১৩, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৫, ১২৯, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮ ও ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডগুলি সংরক্ষিত থাকছে মহিলা প্রার্থীদের জন্য ।

আসন্ন পুরভোটে মহিলা সংরক্ষণের জেরে নিজের ওয়ার্ডে আগামী পুরভোটে দাঁড়াতে পারবেন না জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, রাস্তা বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য রতন দে, আবাসন বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও বস্তি বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। এছাড়াও তফসিলি সংরক্ষণের জেরে নিজের ওয়ার্ডে আসন্ন পুরভোটে নিজেদের আসন হারাতে পারেন দুই বরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য।

শীতলকুচিতে লরির ধাক্কায় আহত এক স্কুল ছাত্রী

শীতলকুচি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের বড় মরিচা এলাকায় স্কুলে যাওয়ার সময় লরির ধাক্কায় আহত হল এক স্কুল ছাত্রী। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই ছাত্রীর নাম পম্পা বর্মন। সে বড় মরিচা দেলোয়ার হোসেন হাই স্কুলের ছাত্রী।

এদিন বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার সময় একটি লরি তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। আহত অবস্থায় তাকে শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কোচবিহারে একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

হাওড়ায় রেলের যন্ত্রাংশ তৈরি কারখানায় আগুন

কলকাতা,১০ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):সপ্তাহের প্রথম দিনেই শহরতলীতে আগুন। সোমবার হাওড়ায় রেলের যন্ত্রাংশ তৈরি কারখানায় আগুন উ এদিন তারাতলা হাইরোডে অবস্থিত ব্রেথ ওয়েথ রেলের যন্ত্রাংশ তৈরি কারখানায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের পাঁচটা ইঞ্জিন। হতাহতের কোনও খবর নেই ।

এই কোম্পানিতে মূলত রেলের যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। এদিন তিনটে নাগাদ কারখানায় ঝালাইয়ের কাজ চলছিল। সেই থেকে আগুনের ফুলকি এসে পড়ে রঙের মধ্যে এবং তার থেকেই আগুন লেগে যায় এবং ক্রমশই তা ছড়িয়ে পরে। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের পাঁচটা ইঞ্জিন উ দমকলের প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বাঁকুড়ায় হাতির আতঙ্কে, গৃহবন্দী স্কুল কলেজ যাওয়া পড়ুয়ারা

বাঁকুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হাতির আতঙ্কে গৃহবন্দী হয়ে পড়েছেন বাঁকুড়ার উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া, বেলিয়াতোড়, গঙ্গাজলঘাটি ও মেজিয়া রেঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা।স্কুল কলেজেও যাওয়া বন্ধ হয়েছে পড়ুয়াদের।গত একমাসের অধিক কাল ধরে এই তিন এলাকায় আবাসিক হাতিদের

ছয়ের পাতায়

কেজরিওয়াল হারলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, দাবি কপিলের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। তার আগে দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। নয়াদিল্লি কেন্দ্র থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল হেরে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কপিল মিশ্র জানিয়েছেন, জনাদেশ বিজেপির পক্ষে রয়েছে। তৃণমূলস্তরে কাজ করার ফলে বাস্তবতা নিয়ে অবগত দিল্লি। নয়াদিল্লি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল হেরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ভোটের হার দেরিতে প্রকাশ করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নিন্দায় মুখর হয়েছিল আপ। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এমন পদক্ষেপকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠন করবে এমন আঁচ করতে পেরেই এই কাজ করেছে আপ।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোবাইলের পর এবার স্মার্ট ঘড়িতে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা,১০ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):পরীক্ষা কেন্দ্রে স্মার্ট ঘড়িতে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা পর্ষদেরঊ মাধ্যমিক পরীয়ক্ষায় মোবাইল ফোনের পর এবার শিক্ষকদের স্মার্ট ঘড়িতেও নিষেধাজ্ঞা জারি মধ্য শিক্ষা পর্ষদেরঊ পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকার অনুমতিতো নেই এবার তার সঙ্গে সংযোজন হল স্মার্ট ঘড়িও।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখতে চাইছে না মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ঊ প্রশ্নপত্র ফাঁস এড়াতে কড়া নজর পর্ষদের ঊ পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের পাশাপশি পরীক্ষা কেন্দ্রে স্মার্ট ঘড়ি পরেও প্রবেশ করতে পারবেন না ঊমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন নিজেদের কাছে মোবাইল ফোন বা স্মার্ট ঘড়ি কোনওটাই রাখতে পারবেন না শিক্ষকরাঊ যদি কোনও শিক্ষক স্মার্ট ঘড়ি পরে স্কুলে আসেন,তবে ঢোকামাত্র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে মোবাইল এবং স্মার্ট ঘড়ি জমা রাখতে হবে ঊ পর্ষদের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের একাংশ ।

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৮ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) প্রথম ভাষা-র পরীক্ষার মাধ্যমে ঊ এরপর ১৯ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) দ্বিতীয় ভাষাঊ ২০ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ভূগোল ঊ ২২ ফেবুয়ারি (শনিবার) ইতিহাস ঊ ২৪ ফ্রেবুয়ারি (সোমবার) অঙ্ক ঊ২৫ ফ্রেবুয়ারি (মঙ্গলবার) ভৌত বিজ্ঞান ঊ ২৬ ফ্রেবুয়ারি (বুধবার) জীবন বিজ্ঞানঊ ২৭ ফ্রেবুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ঐচ্ছিক বিষয়ের মাধ্যমে শেষ হবে ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষা ।

টালা ব্রিজ ভাঙার জের এড়াতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

কলকাতা,১০ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা ঊ কিন্তু অন্যদিকে সম্পর্ণ বন্ধ টালা ব্রিজঊব্রিজ বন্ধের জেরে গাড়ি যাচ্ছে ঘুরপথে ঊ১৫ মিনিটের রাস্তা যেতে সময় লাগছে ৪৫ মিনিট ঊ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। টালা ব্রিজ বন্ধের জেরে ঘুরপথে চলছে গাড়িঊ ঘুরপথে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে দেরি হওয়ার আশঙ্কায় পরীক্ষার্থীরাঊ তাই টালা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার পরীক্ষার্থীদের জন্য, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির বিন্যাসে বদল করা হয়েছে ঊ রানী শতরূপা বালিকা বিদ্যালয় ও সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দির ফর গার্লসের সিট পড়েছে চিড়িয়ামোড়ের দিকে কাশীপুর অমিয়বালা বালিকা বিদ্যালয়ে ।আন্যদিকে দমদম রোড গভঃ স্পনসর হাইস্কুল ও নবজাতক বিদ্যাভবন ফর গার্লসের সিট পড়েছে কাশীপুর সেন্ট নিনান্স হাইস্কুল ফর গার্লসে হাইস্কুলে। কাশীপুর ইন্সটিটিউশন ফর গার্লস, কাশীপুর সেন্ট নিনান্স হাইস্কুল ফর গার্লস, নর্থএন্ড গার্লস হাইস্কুলের সিট ফেলা হয়েছে সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দির ফর গার্লসে কাশীপুর অমিয়বালা বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দির ফর গার্লস, শেঠ সূরজমল জালান বালিকা বিদ্যালয়ের সিট পড়েছে নবজাতক বিদ্যাভবন ফর গার্লসেঊ আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পকলা শিক্ষামন্দির গার্লস হাইস্কুলের সিট ফেলা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়েঊ কাশীপুর গোপেশ্বর দত্ত ফ্রি স্কুল, কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল হাইস্কুল , সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দির স্কুলের সিট ফেলা হয়েছে আর্যবিকাশ বিদ্যালয়েঊ বিটি রোড গভর্মেন্ট স্পনসর হাইস্কুল, কাশীপুর ইন্সটিটিউশন ও পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র মেমো হাইস্কুলের সিট ফেলা হয়েছে শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দিরেঊ আর্যবিকাশ বিদ্যালয়, শ্রীগোপালি বদ্যামন্দির, জৈন শিক্ষানিকেতনের সিট ফেলা হয়েছে শ্রী আদর্শ হিন্দি হাইস্কুলেঊ কাশীপুর ইন্সটিটিউশন ফর গার্লস, কাশীপুর সেন্ট নিনান্স হাইস্কুল ফর গার্লস, নর্থএন্ড গার্লস হাইস্কুলের সিট ফেলা হয়েছে সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দির ফর গার্লসেঊ পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন বাড়তি সতর্কতায় টালা ব্রিজের উপরেও প্রয়োজনীয় পুলিশ মোতায়েন থাকবেঊ

নোটিশ এনআইএ-র

পাচের পাতার পর

রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া নিজেই কিস্তওয়ারে গত দুই বছরে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ও হাওয়ালার অর্থ সম্পর্কিত মামলার তদন্তের প্রসঙ্গে এনআইএ শনিবার সরুরিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। সন্ত্রাসীবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার এবং পরিহর পরিবারের হত্যার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যে সরুরির ভাই সৈয়দুল্লা সরুরির বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আরোহী

● প্রথম পাতার পর

সে কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। গাড়ি ও বাইক পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। চালকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে আমতলি থানার পুলিশ।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের বাকি ২৯টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের জন্য অনুমোদন দিয়েছে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রক।

তিনি জানান, অরুণাচল প্রদেশে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে একটি করে একলব্য স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অসমে একটি, মণিপুরে তিনটি, মেঘালয়ে ১২টি, মিজোরামে তিনটি, নাগাল্যান্ডে ছয়টি এবং ত্রিপুরার জন্য তিনটি একলব্য স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় একলব্য স্কুল নির্মাণের সমস্ত দায়িত্ব সিপিডব্লিউডি-কে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নির্মাণকারী সংস্থা জমির জরিপ এবং মাটি পরীক্ষার কাজ সমাপ্ত করেছে। এই আবাসিক স্কুল জনজাতি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার নতুন দ্বার খুলে দেবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রক।

যাওয়া পড়ুয়ারা

পাচের পাতার পর

উপদ্রব ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলেছে। গত এক মাসে ৫ জন গরিব গ্রামবাসীর প্রাণই যায়, সেই সঙ্গে হাজার হাজার বিঘা মাঠের ফসল নষ্ট হয়েছে। গৃহহারা হয়েছে কয়েকশ মানুষ। সন্ধ্যার পর উত্তর বাঁকুড়ার বাসিন্দারা কার্যত গৃহবন্দি হয়ে পড়ছেন। জঙ্গলের ভিতরে যেসব গ্রামগুলি রয়েছে সেখানের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ যাওয়াও বন্ধ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এই অবস্থায় নাজেহাল হয়ে আন্দোলনে নামছে হাতি সমস্যা সমাধানে গঠিত বাঁকুড়া জেলা সংগ্রামী গণমঞ্চ।

আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া উত্তর বনাধিকারীকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে সংগঠনের তরফে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভ্রাংসু মুখোপাধ্যায় বলেন, গত এক মাসে ৫ জন দিনমজুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে হাতির আক্রমণে। এরপরও তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন আর কত মানুষের মৃত্যু হলে প্রশাসনের টনক নড়বে? তিনি বলেন, এখন ৩ টি আবাসিক হাতি গঙ্গাজলঘাটি এলাকায় রয়েছে। কয়েকদিন আগে রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে রহিম বাউরি নামে এক যুবককে পায়ে পিষে মেরেছে একটি দাঁতাল। এরপর প্রতিদিন ওই গ্রামে হানা দিচ্ছে দাঁতাল বাহিনী। ওই গ্রামের অসিত মণ্ডল বলেন, আমি ডিভিসি কলোনি গেটের সামনে লাগাপাড়ায় দোকান করি। রোজ রাত ৯ টায় বাড়ি ফিরি। রবিবার রাতে আমি হাতের সামনে পড়ে যাই। অন্ধকারে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল, বুঝতে পারিনি। মাত্র২০ ফুট দূরত্ব থেকেমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছি। বুধবার সারারাত ধরে রাধাকৃষ্ণপুর লাগোয়া গ্রাম বাঁকদহে একটি দাঁতাল তাণ্ডব চালিয়ে বাসিন্দাদের গৃহবন্দি করে রেখেছিল। গ্রামের বাসিন্দা নিমাই ঘোষ বলেন, একটি বুনো হাতি রাত সাড়ে ৯ টার সময় আমাদের পাড়ায় ঢুকে। , আমার বাড়ির লোহার গেট ভেঙে হাতিটি ঢোকে। চাল করার জন্য ধান সেদ্ধ করে উঠোনে গাদা করে রাখা ছিল। সব খেয়ে ছড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। একই ভাবে শান্তিময় ঘোষ, হারু ঘোষ ও গগন ঘোষের বাড়িতে ঢুকে ধান খেয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করেছে। গ্রামের মনোহর ঘোষের এক বিঘা আলু খেত নষ্ট করে দিয়েছে। ১০ কাঠা বাঁধা কপির মাঠ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। গ্রামের আরেক চাষী বাউল গরাই-এর বাঁধাকপি, ফুলকপি ও পালং শাকের খেত মাড়িয়ে দিয়েছে।

নিমাই ঘোষ বলেন, আমাদের গ্রামে একজন বনকর্মী আছেন। তাকে বলা হলে তিনি বারবার বলে গেছেন রেঞ্জ অফিসে খবর দিয়েছি। হুলা পার্টি এসে পড়বে। কিন্তু সকালের আলো ফুটতেই হাতি জঙ্গলে গা ঢাকা দিলেও হুলা পার্টির দেখা মেলেনি। গ্রামের বাসিন্দারা সকলে বাড়ির ছাদের উপরে খোলা আকাশের নিচে ঠান্ডায় রাত কাটিয়েছেন বলে জানান বাসিন্দারা। কারণ বাড়ির ভিতরে থাকলে হাতি যে কোন সময়ে শুঁড়ে পেঁচিয়ে টেনে বের করে এনে পিষে মারবে - - সেই আতঙ্ক ছিল। সংগ্রামী গণমঞ্চের সম্পাদক শুভ্রাংশু মুখার্জি বলেন, আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আগামী বৃহস্পতিবার ধরনা বিক্ষোভে বসছি। আমাদের দাবি, হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যু ও বাড়িঘর ভাঙা বন্ধ করতে সব দলছুট হাতিদের ময়ূর ঝরনা এলাকায় নিয়ে যেতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত হাতির হানায় মৃত্যু হলে মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে। এছাড়াও ফসলের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, বাড়ি ভাঙচুর হলে তা নির্মাণ করে দেওয়া ইত্যাদি। দাবি মেটানোর লিখিত প্রতিশ্রুতি না পেলে বিক্ষোভ-সমাবেশ অনির্দিষ্টকাল চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াও হতে পারে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন সংগঠনের নেতারা।

কেন্দ্রের সমালোচনা

তিনের পাতার পর

শিল্প সম্মেলনের জেরে বাংলায় শিল্প ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে বলে এদিন দাবি করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। অর্থমন্ত্রীর কথায়, 'বাংলায় বড় শিল্পে ৪.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ এসেছে। এর ফলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।'

দেশজুড়ে মোদী সরকারের বিভাজনের রাজনীতি করছে বলেও বাজেট পেশের আগে এদিন মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে বলে এদিন অভিযোগ করেন অর্থমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র বিঁধে অমিত মিত্র বলেন, 'ভারতকে বিভাজনের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে আগের চেয়ে ভারতের স্থান নেমেছে।'

ধৃত তিন

তিনের পাতার পর

হাত পা বেঁধে তাকে গণধর্ষন করে। এবং সেখানেই মহিলাকে ফেলে পালিয়ে যায় যুবকেরা। দীর্ঘক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় পরে থাকার পর অসুস্থ ওই মহিলা ডেউচা গ্রামের এক নিকট আত্মীয়কে ফোন করে। তাকে তারপর নির্যাতনের কথা জানান ।আত্মীয়রা ঐ রাতেই জঙ্গলে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে এবং ওই জঙ্গল এলাকায়। ভোররাতে মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। নির্যাতিতাকে আত্মীয়রা বাড়িতে নিয়ে গেলেও তাকে অভিযুক্তরা হুমকি দেওয়ায সে থানায় অভিযোগ করতে চাইছিল না। পরে বাড়ির লোক বুঝিয়ে ঐ মহিলা মহম্মদবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিস। একজন পলাতক।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক দেবাশিস লোধ ও সাংবাদিক মনীশ লোধের বাবা পৃথ্বীশ লোধ আজ রাতে জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮। দেবাশিসবাবু ও মনীশবাবুর মা আগেই প্রয়াত হয়েছেন। রাতেই বটতলা মহাশ্মশানে প্রয়াত পৃথ্বীশ লোধের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পৃথক স্থানে আমরা বাঙালীর সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। কাঞ্চনপুরের আনন্দবাজার সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙালীদের উপর হামলা হুজ্জুতির প্রতিবাদে আমরা বাঙালী দলের তরফ থেকে সভা সমাবেশ করা হচ্ছে। গতকাল ও আজ বিভিন্ন স্থানে সভা করা হয়েছে। গতকাল মনুঘাট বাজারে সভা করা হয়েছে। ওই সভায় বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালীর রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল সহ অন্যান্যরা। বক্তারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙালীদের বিরুদ্ধে যে প্রচার চালানো হচ্ছে তার তীব্র বিরোধীতা করেন। পাশাপাশি রাজ্যে জাতি উপজাতির ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান বক্তারা। এক প্রেস বিবৃতিতে আমরা বাঙালী দল এই সংবাদ জানিয়েছে।

সোমবার আগরতলায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে সিএএ সমর্থনে তিরাঙ্গা মিছিল আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পুরী থেকে ফেরার পথে আমড়ায় দুর্ঘটনার কবলে ভ্রমণ সংস্থার বাস

শক্তিগড়, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পুরী থেকে ফেরার পথে গন্তব্য থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল স্থানীয় একটি ভ্রমণ সংস্থার বাস। জানা গেছে, চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই এই বিপত্তি। পূর্ব বর্ধমানের পালসিটের কাছে একটি লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে ওই বাসটি।

সূত্রের খবর, দিন সাতেক আগে পূর্ব বর্ধমানের আমড়া থেকে জনা চল্লিশ পুণ্যার্থীকে নিয়ে বেরিয়েছিল বাসটি। যাত্রীরা সকলেই আমড়া এলাকার বাসিন্দা। শুধু জগন্নাথ মন্দিরই নয়, ওড়িশার বেশ কয়েকটি জায়গায় যাত্রীদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছে বাসটি। সম্ভবত সেই কারণেই বাসের চালক ঘুমিয়ে পড়েন। বাসটিতে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ জনের মতো ছিলেন। ভোর চারটে নাগাদ বর্ধমানের ২ নম্বর জাতীয় সড়কের পালসিটের কাছে বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনের উড়ালপুলে একটি পণ্যবাহী লরিকে বাসটি ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ব্রেক কষেন চালক। বাসের ভিতরে যাত্রীরা আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন। এই দুর্ঘটনায় মোট ন'জন যাত্রী আহত হন। সহযাত্রীরাই তাঁদের বার করে আনেন বাস থেকে। চলে আসে পুলিশও। আহতদের বর্ধমানের অনাময় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কারও আঘাত তেমন গুরুতর নয় বলে জানা গেছে।

অগ্নিদগ্ধ

● প্রথম পাতার পর

এ ধরনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি রীতিমতো উদ্বেগজনক। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়কে মহাবীর চৌমুহনি এলাকায় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ওই যুবকের দেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। তার শরীরে কোনও কাপড় ছিল না। মৃতদেহের পাশে সড়কে প্রচুর রক্তের ছাপ পেয়েছে পুলিশ।

সোমবার সকালে সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রান্টু দেব (৩১)-এর রক্তাক্ত মৃতদেহ মহাবীর চৌমুহনি এলাকায় সড়কে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। সঙ্গে সঙ্গে খোয়াই থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য খোয়াই হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গতকাল দুপুর ৩টা নাগাদ বাড়ি বেরিয়েছিল রান্টু। আর বাড়ি ফিরে যায়নি। বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খোয়াই থানার পুলিশ জানিয়েছে, তার মাথায় এবং পিঠে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, রান্টু শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত ছিল। ছয় মাস জেল হেফাজতে থাকার পর সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পেয়েছিল। সোমবার ও মঙ্গলবার ওই মামলায় আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হওয়ার সূচি নির্ধারিত ছিল। তার আগেই রান্টুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা নতুন মোড় নিয়েছে বলা যেতে পারে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এখন পর্যন্ত মৃতের পরিবারের তরফে কোনও মামলা হয়নি। তবে, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আপত্তিকর কোনও সামগ্রী পাওয়া যায়নি। তবে ফকর উদ্দিনের কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রা ১,১০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাদেরকেও আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

মৃত্যু ৩ জনের

আটের পাতার পর

যাত্রীবাহী একটি বাসঊ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটছিল বাসটিঊ চান্দাউসি এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি ট্রাকে ধাক্কা মারেঊ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বাসের কন্ডাক্টর-সহ ৩ জনেরঊ আহত অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাছ থেকে

আটের পাতার পর

চাষের অন্যতম প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত। এই এলাকার চা-বাগানগুলিকে পর্যটনদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে আশ্বস্ত করেছেন পর্যটনমন্ত্রী। মন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিক গোপাল মল্ল সহ আরও অন্যান্যরা। ১০ ফেব্রুয়ারি ধান ক্রয়ের শুভ সূচনার পর ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বামুটিয়ার এই স্থানে সরকারি উদ্যোগে চলবে ধান ক্রয়। যাকে কেন্দ্র করে এলাকার কৃষকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

হাগ্রামা-প্রমীলার

আটের পাতার পর

তাঁরা বিটিসি-র সর্বস্তরের জাতি-জনগোষ্ঠীর চিন্তা করুন এটাই কাম্য। তবে অভারগ্রাউন্ডে তাদের আনতে হাগ্রামা মহিলারি অপর্যাপ্ত সহায়তা করেছেন। তাই তাঁর কথাও ভাবা উচিত। এছাড়া এবসু হল ছাত্র সংগঠন। ছাত্রকল্যাণে কাজ করা উচিত এবসু-র। এবসু সভাপতি প্রমোদ বড়ো রাজনীতিতে আসলেও আমি তাঁকে স্বাগতম জানাব। তবে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি কাম্য নয়।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বড়ো শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এনডিএফবি-র চারটি গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ভাবছে বলে এক খবর চাউর হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য চার গোষ্ঠীর নেতা-ক্যাডাররা আগামী ১২ বা ১৩ ফেব্রুয়ারি তামুলপুরে এক সভারও ডাক দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তবে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে এনডিএফবি (এস)-এর সাধারণ সম্পাদক বি ফেরেঙ্গার সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল।

হিন্দুস্থান সমাচার-কে ফেরেঙ্গা বলেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের খবর সম্পর্কে তিনি অজ্ঞাত। তাছাড়া ১২ বা ১৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হবে, এ রকম কোনও দিন তারিখও তাঁর জানা নেই। রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে অন্য সংগঠনের মধ্যে আলোচনা হলেও তাঁর সংগঠনের সঙ্গে এখনও কোনও কথাবার্তা হয়নি, দাবি বি ফেরেঙ্গার। তবে নতুন রাজনৈতিক দল সময় এবং জনসাধারণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে বলে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এনডিএফবি নেতা।

খয়েরপুরে ব্রাউনসুগার উদ্ধার, গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। বোধজংনগর থানাধীন খয়েরপুর পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত পুরনো আগরতলার একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে বেশকিছু পরিমাণ নেশা সামগ্রী ও নগত টাকা উদ্ধার করেছে খয়েরপুর আউটপোস্টের পুলিশ। সংবাদ সূতরে জানা যায়, খয়েরপুর আউটপোস্টের পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে পুরনো আগরতলার প্রণব দাসের বাড়িতে বেশকিছু নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে খয়েরপুর আউটপোস্টের পুলিশ এবং মান্দাই ক্যাম্পের আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা যৌথভাবে প্রণব দাসের বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে প্রণব দাসকে পাওয়া যায়নি। এক বিধবা মহিলা বাড়িতে ছিলেন। এছাড়া বাড়িতে একাধিক ভাড়াটিয়াও রয়েছে। পুলিশ সবকটি ঘরে তল্লাশি চালালেও কোন কিছু পায়নি। তবে বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে ১৪৬ কৌটা ব্রাউন সুগার এবং নগদ ৩৭,২০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, পুলিশের আঁচ পেয়ে ওইসব নেশা সামগ্রী পরিত্যক্ত স্থানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। তবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

সংরক্ষণ মুছে ফেলা আরএসএস-বিজেপির ডিএনএ-তে রয়েছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধে 'ভয়ঙ্কর' অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীঊ রাহুল গান্ধীর মতে, সংরক্ষণ মুছে ফেলা আরএসএস ও বিজেপির ডিএনএ-তেই রয়েছেঊ সোমবার তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি সংশোধনী আইন ২০১৮-কে বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্টঊ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, চাকরি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ মৌলিক অধিকার নয়ঊ সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরই আরএসএস ও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রাহুল গান্ধীঊ

রাহুল তোপ দেগে বলেছেন, 'সুরক্ষণ মুছে ফেলা আরএসএস ও বিজেপির ডিএনএ-তে রয়েছেঊ...মোদীজী এবং মোহন ভাগবত যতই স্বপ্ন দেখুক না কেন, সুরক্ষণ আমরা শেষ হতে দেব নাঊ' রাহুল আরও বলেছেন, 'বিজেপি ও আরএসএস-এর চিন্তাধারা সংরক্ষণের বিরুদ্ধেঊ তাঁরা কখনই তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের প্রগতি চান নাঊ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে তাঁরা ভেঙে ফেলছেনঊ এসসি, এসটি, অনগ্রসর শ্রেণি এবং দলিতদের আমি বলতে চাই, আমরা সংরক্ষণ শেষ হতে দেব নাঊ মোহন ভাগবত এবং রাহুল গান্ধী যতই স্বপ্ন দেখুকঊ'

সংবিধানকে

● প্রথম পাতার পর

চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্য পদ পূরণ করা-সহ ১১ দফা দাবির আওয়াজ ওঠে মিছিল থেকে। ছাত্র যুবা ও সাধারণ অংশের নারী পুরুষের সাথে মিছিলে পা মিলিয়েছেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি নবারুণ দেব, টিওয়াইএফ রাজ্য সভাপতি অমেলেন্দু দেববর্মা, গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী, সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য নারায়ণ কর-সহ অন্যান্য গণ-সংগঠনের নেতৃত্ব। এছাড়া মিছিলে হুড খোলা গাড়িতে ছিলেন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী।

মিছিল শেষে সভায় গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, অমিত শাহকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এদিন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী বলেন, লড়াই শুরু হয়েছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাঁর দাবি, কঠিন লড়াইয়ের মধ্য থেকে দেশ, দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে। তিনি জোর গলায় বলেন, ভারতের সংবিধানকে এক ইঞ্চি পরিবর্তন করতে দেবো না। এদিন ভিজন ডকুমেন্টের উল্লেখ করে বাদলবাবু বলেন, ২ বছরে যা প্রতিশ্রুতি পালন করেছে তার শ্বেত পত্র প্রকাশ করুক বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার।

দুই শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

অলত্রিপুরা সরকারী ১০৩২৩ এডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সোমবার শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। আগামী ৩১ মার্চ আদালতের নির্দেশে যেখানে এডহক শিক্ষকদের চাকরী চলে যাচ্ছে তাদের এহেন মানসিকতার মধ্যেই প্রধান শিক্ষকের দুর্ব্যবহার তারা কোনভাবেই মেনে নেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

চিনে করোনা-হানায় মৃত্যু আরও ৯৭ জনের

বেজিং, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু থামার কোনও লক্ষণ নেই। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে করোনা-হানায় প্রাণ হারালেন আরও ৯৭ জন। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,০৬২ জন। আরও ৯৭ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-হানায় মৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ৯০৮-এ। রবিবার রাত পর্যন্ত সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০,১৭১ জন। সোমবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের হানায় রবিবার রাত পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে আরও ৯৭ জনের। ৯৭ জনের মধ্যে ৯১ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি মৃদুলা দেববর্মা, স্বামী-স্বপন সেনগুপ্ত, কৃষ্ণনগর, জগন্নাথবাড়ি এক্সটেনশন রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরার বাসিন্দা এমর্মে জানাচ্ছি যে, আগরতলা নোটারি এফিডেভিট মোতাবেক আমি অসুস্থ থাকার কারণে আমি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে অনুমতি চেয়েছি এই বলে যে, আমার মেয়ে রিংকি সেনগুপ্ত (হালদার)কে বাস্তু জমির ০.০৩০০ একর দান হিসেবে প্রদান করার জন্য। আমি চাইছি এই অফিডেভিট মূলে যাতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

স্বাক্ষর
মৃদুলা দেববর্মা।

াঙ্গন

আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জয় মুজিববর্ষে জাতির জন্য উপহার: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১০।। বাংলাদেশ অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়কে মুজিববর্ষে জাতির জন্য উপহার হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দলটি দেশে ফিরে আসার পরে এই দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য তাদের একটি বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তরুণ টাইগাররা রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দণি আফ্রিকার পটচেস্টরুমের সেনউইস পার্কে টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতকে তিন উইকেটে পরাজিত করে বিশ্বকাপ ট্রফি জয় করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশ অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দলের আইসিসির অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ট্রফি জয় করাটা মুজিববর্ষে জাতির জন্য একটি উপহার। ১৯৯৭ সালে আইসিসি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলকে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। যখনই বাংলাদেশ দল কোনও ট্রফি জিতেছে, আমরা তাদের সংবর্ধনা দিয়েছি। আমরা আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী বাংলাদেশ দলকেও জমকালো সংবর্ধনা দেবো। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে গত চার বছর কঠোর পরিশ্রম করেছে।

পুরো টুর্নামেন্টে দারুণ পারফরমেন্সের মাধ্যমে তারা পরিশ্রমের সুফল পেয়েছে। বাংলাদেশ দল চার বারের আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে হারিয়েছে। তাদের (বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের) অনেক সাহস আছে এবং তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ দলের অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ বিজয়ের উৎসব পালনের জন্য একদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণার প্রস্তাব দিলে প্রধানমন্ত্রী বলেন,এই অর্জনের জন্য সবাইকে আরও বেশি কাজ করতে হবে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই খুশিতে সবাইকে একদিন বা একঘণ্টা বেশি কাজ করতে হবে।

শিলচরে জেলাস্তরে মুখ্যমন্ত্রীর মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৩ই

শিলচর (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টায় শিলচরের ফুটবল অ্যাকাডেমি খেলার মাঠ এবং টাউন ক্লাব ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। কাছাড় জেলা ক্রীড়া আধিকারিক এই খবর জানিয়েছেন। এক বিবৃতি পাঠিয়ে জেলা ক্রীড়া আধিকারিক জানান, ওই দিন সকাল নয়টা থেকে শুরু হবে ব্লক স্তরের মহিলা অ্যাথলেটিক কম্পিটিশন বা মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যে কোনও বয়সের ১২ জন মহিলা ক্রীড়া ।

বিশ্বকাপে খেলা ক্রিকেটারকে নতুন ফিল্ডিং কোচ নিয়োগ করল কেকেআর

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আইপিএল ২০২০-র জন্য নতুন ফিল্ডিং কোচ নিয়োগ করল কেকেআর। শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সে এবার ফিল্ডিং কোচ হিসেবে নির্বাচিত হলেন জেমস ফস্টার। জেমস ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার। দেশের হয়ে ৭টি টেস্ট খেলেছেন। টি-২০ খেলেছেন পাঁচটি। ইংল্যান্ডের হয়ে ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ফস্টার ক্রিকেট খেলেছেন। যে ভারতের আইপিএলে তিনি কোচ হয়ে এলেন সেই ভারতের বিরুদ্ধে ফস্টার টেস্ট অভিষেক করেছিলেন। ২০০১ সালে মোহালিতে ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের হয়ে ফস্টার টেস্টে অভিষেক করেন। ২০১৮ সাল সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন কোচ হিসেবে কাজ করেন জেমস ফস্টার। ইংল্যান্ডের হয়ে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে ফস্টার ক্রিকেট খেলেছেন। উল্লেখ্যে জেমস ফস্টার ইংল্যান্ডের হয়ে টি-২০ বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডের মাটিত হওয়া বিশ্বকাপ দলের হয়ে ৫টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছিলেন ফস্টার। ১৩ তম আইপিএল খেলতে নামার আগে কেকেআরের কোচিং বিভাগ কিন্তু পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছে। প্রথমে কোচ হিসেবে জ্যাক কালিসকে রিপ্লেস করেছেন অতীতে কেকেআরের হয়ে ব্যাট ধরা ব্রেন্ডন ম্যাকুলাম। বোলিং কোচ হিসেবে জুড়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার কাইল মিলস। দলের চিফ মেন্টর হিসেবে ডেভিড হাসি দায়িত্বে থাকছেন।

জোস মোরিনহোকে টপকে গেলেন জিদান

মাদ্রিদ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অ্যাওয়ে ম্যাচে ওসাসুনাকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। আর এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রিয়ালের ম্যানেজার হিসেবে প্রাক্তন ম্যানেজার জোস মোরিনহোকে টপকে গেলেন জিনেদিন জিদান। তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, একটি লা-লিগা সহ কোচিং জমানার প্রথম অধ্যায়ে রিয়াল মাদ্রিদকে ৭টি ট্রফি দিয়েছিলেন মোরিনহো। ২০১৯ খারাপ সময়ে মরশুমের মাঝপথে ম্যানেজার হিসেবে দ্বিতীয়বার লস-ব্ল্যাঙ্কোসদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জিদান। গত বছরের হতাশা ভুলে চলতি মরশুমে জিদানের প্রশিক্ষণে ফের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে বেঞ্জেমারা। লা-লিগায় জয়ের নিরিখে রিয়ালের সফলতম কোচের তালিকায় নিজেকে তৃতীয়স্থানে নিয়ে এলেন ফরাসি কিংবদন্তি। রিয়ালের ম্যানেজার হিসেবে এদিন লা-লিগায় ৮৮তম জয় পেলেন জিদান। টপকে গেলেন পূর্বসূরী জোস মোরিনহোকে। জিদানের সামনে এখন শুধুই মিগুয়েল মুনোজ ও ভিসেন্তে দেল বস্ক।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচ জিততে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

অকল্যান্ড, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হ্যামিল্টনের পর অকল্যান্ড- পর পর দুটো একদিনের ম্যাচ হেরে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে কোহলি অ্যান্ড কোম্পানির। মঙ্গলবার মাউন্ট মাউনগানুইতে শেষ একদিনের মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। কিউইদের ডেরায় হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি বলছেন, এবছর প্রতিটি টি-২০ আর টেস্ট ম্যাচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা। মুখে যতই বলুন না কেন তবু হোয়াইটওয়াশের কালি না লাগানোই লক্ষ্য ভারতীয় শিবিরের। মঙ্গলবার মাউন্ট মাউনগানুইতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে ব্যর্থতা ঢাকতে টপ অর্ডারে বিশেষ নজর ভারতীয় টিম ম্যানেজম্যান্টের। বিশেষ করে ওপেনিংয়ে পৃথ্বী শ-মায়াঙ্ক আগরওয়াল জুটি সেভাবে দানা বাঁধছে না। বিরাট কোহলিও বড় রান পাচ্ছেন না। শেষ ম্যাচে রান পাননি লোকেশ রাহুলও। মিডল অর্ডারে মণীশ পান্ডে, কেদার যাদবরাও রান পাচ্ছেন না। সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে নামার আগে ব্যাটিং ব্যর্থতাই ভাবাচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। এদিকে সোমবার নেট সেশনে অনেকক্ষণ সময় কাটালেন ঋষভ পন্থ। কিউই সফরে এখনও পর্যন্ত বাইশ গজে নামেননি পন্থ। মঙ্গলবার হয়তো খেলানো হতে পারে তাকে। কাঁধের চোট কাটিয়ে শেষ একদিনের ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসনও।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE (FY)/2019-20

Dated: 06/02/2020

The Executive Engineer, Department of Fisheries, Tripura, Agartala invites on behalf-of the Governor of Tripura, percentage rate e-Tender for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	TENDER DOCUMENT FEE	EARNEST MONEY
1	DNIT: EE(FY)/2019-20/15	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
2	DNIT: EE(FY)/2019-20/16	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
3	DNIT: EE(FY)/2019-20/17	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
4	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
5	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
6	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
7	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
8	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
9	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
10	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
11	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
12	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
13	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
14	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00
15	DNIT: EE(FY)/2019-20/18	Rs.43,78,137.00	Rs.1000.00	Rs.43,781.00

Document download start date : 10/02/2020, 11.30 AM
Bid Submission end date : 26/02/2020, 3.00 PM
Tender opening date : 26/02/2020 at 330 pm

All the above mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in The,c5ther details related e2Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.govin .e Corrigendum if any will be published only on the above website.

For and on behaalt of the Governor of Tripura
(ER. P. K. DAS)
Executive Engineer Department of Fisheries. Tripura, Agartala

ICA/C-2439/2019-20

The Executive Engineer, Agartala Division No.111, PWD(R&B), Agartala invites tenders vide PNIeT No.12/EE/Divn.111/PWD(R&B)/2019-2020, Dated 6th February 2020 for the work namely:

1/ "Proposed Vertical Extension of one more floor over existing double storied Building of Administrative Building of Women's College, Agartala, West Tripura./SH: Construction of vertical extension of the existing building including sanitary installation & water supply arrangement." DNIeT No. 15/SE-II/PWD(R&B)/2019-20 I [Estimated Cost: 281,52,445.00]

2/ "Maintenance of Govt. Building under the jurisdiction of Agartala Division No.111, PWD(R&B) during the year 2019-2020 / SH: Repair and maintenance of Circuit House, Agartala, West Tripura." [DNIeT No. 16/SE-11/PVVD(R&B)/2019-201 [Estimated Cost: Z 35,85,278.00]

Bid documents can been seen in the website http://tripuratenders.gov.in w.e.f. 6th Feb to 15th Feb 2020 and last date of downloading & bidding for bids is 15th Feb 2020 up to 3:00pm.

NOTE: NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and behalf of the Governor of Tripura
(PRIYABRATA PAUL)
Executive Engineer Division No-111, PWD(R&B), Agartala, West Tripura

ICA/C-2434/2019-20

নরেন্দ্র মোদীর সফর চূড়ান্ত করতে ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্রিংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১০।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর চূড়ান্ত করতে ঢাকায় আসছেন ভারতের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা।

দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মুহম্মদ ইমরান শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ভারতের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা হাইকমিশনারকে জানান, আগামী ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার সফর চূড়ান্ত করতে শ্রিংলা ঢাকা সফরের পরিকল্পনা করছেন। বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে দুই দেশের সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

টাকা ছিনতাই করতে গিয়ে আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী।। সোমবার দিনদুপুরে প্রকাশ্যে বিশালগড়স্থিত ব্রীজ চৌমনহনী এলাকায় একটি সাইকেলের দোকানের কেশবাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দোকান মালিক দুর থেকে দেখতে পেয়ে বিশ্রাগমগঞ্জের এক মাঝ বয়সী যুবক সঞ্জু ঘোষকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দিন ছিল বিশাগড় এলাকায় চাঞ্চল্য। যদিও আটক কৃত যুবককে জনতা ধোলাই দিলে তার অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী।। গত কিছুদিন পূর্বে শ্রীনগর থানা এলাকা থেকে নাবালিকা স্কুল পড়ুয়া এক ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। শ্রীনগর থানায় মামলা নম্বর ২/২০ অনুযায়ী ৩৬৩, ১০৯ এবং ৩৪ আইপিসি ধারায় মামলা রজু করেছিল। অপহৃরণ কান্ডে যুক্ত যুবকের নাম প্রীতম বনিক। তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আমতলী থানার ওসি হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শংকর কর এই এলাকায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অপরাধিদের লাগাম টেনে ধরেছে পুলিশ।

সোমবার নয়াদিল্লিতে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বেন সাব্বাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে দেখা করেন। ছবি- পিআইবি।

রাস্তা আটকে প্রতিবাদ চলতে পারে না, শাহিনবাদ মামলায় পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাস্তা আটকে যতদিন খুশি প্রতিবাদ চলতে পারে না। এর ফলে সাধারণ মানুষকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। শাহিনবাগ মামলায় সোমবার এমনই অভিমত পোষণ করল সুপ্রিম কোর্টঊ শাহিনবাদ প্রতিবাদ মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিতারপতি কিষাণ কউল জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিবাদ চলছে, আপনারা কীভাবে জনগণের রাস্তা বন্ধ রাখতে পারেন? এই মামলায় দিল্লি সরকার এবং দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি।

দিল্লির শাহিনবাগে প্রায় দু'মাস ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধীরা। শাহিনবাগে বিক্ষোভের জেরে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। তাই শাহিনবাগ থেকে বিক্ষোভকারীদের হটাতে শীর্ষ আদালতে একটি আবেদন জমা পড়েছিলঊ সোমবার সেই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, জনগণ ব্যবহার করেন এমন কোনও জায়গায়, এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিক্ষোভ দেখানো যায় না। জনগণের ব্যবহৃত রাস্তা আটকে রাখা যায় না। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি।

শিলচরে আগুন, দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় সুরক্ষিত নাজিরপট্টি, ভস্ম একটি দোকান

শিলচর (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে কাছাড় জেলা সদর শিলচরের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা নাজিরপট্টি। তবে আগুনে ছাই হয়ে গেছে একটি কম্পিউটারের দোকান।

সোমবার সকাল প্রায় পৌনে আটটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। শিলচরের গুলদিঘি মার্কেট কমপ্লেক্স সংলগ্ন শ্রী টেক্সটাইলের দ্বিতলে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়। জনৈক রাজেশ লোধা নামের ব্যক্তির কম্পিউটারের দোকানে লাগে আগুন। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় রাজেশের দোকান। তবে সময়মতো তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল এবং এসডিআরএফ বাহিনী এসে পড়ায় আগুন বেশিদূর ছড়াতে পারেনি। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

কম্পিউটার দোকানের স্বত্বাধিকারী রাজেশ লোধ স্বপরিবারে বর্তমানে শিলচরের বাইরে। আগুন লাগার কারণ এখনও অস্পষ্ট। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগের দরুন আগুন লেগেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। ঠিক সময়ে যদি আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনা না যেত তবে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারত বলে ধারণা করা হচ্ছে। জ্বলে ছাই হয়ে যেত ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা নাজিরপট্টি।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলায় মৃত্যু ২ জন সিআরপিএফ জওয়ানের, খতম মাওবাদী

রায়পুর, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীঊ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে খতম হয়েছে একজন মাওবাদীঊ তবে, দুঃসংবাদ হল-মাওবাদীদের পাল্টা হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর কোবরা ব্যাটেলিয়নের ২ জন জওয়ানঊ এছাড়াও আরও ২ জন কোবরা জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেনঊ বস্তার ডিভিশনের বিজাপুর-সুকমা জেলার সীমানা বরাবর ইরাপল্লি গ্রাম (বিজাপুর জেলা) সংলগ্ন জঙ্গলের ঘটনা।

ছত্তিশগড় পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ ইরাপল্লি গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে মাওবাদী এবং সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়ঊ এনকাউন্টারে খতম হয়েছে একজন মাওবাদীঊ উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রঊ মাওবাদীদের পাল্টা হামলায় গুরুতর জখম হন সিআরপিএফ-এর ২০৪ কোবরা ব্যাটেলিয়নের ৪ জন জওয়ানঊ তাঁদের মধ্যে ২ জন কোবরা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছেঊ এছাড়াও আরও ২ জন জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেনঊ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে।

গাজোলে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে পরপর তিনটি বাড়িতে আগুন

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মালদার গাজোল থানার শিক্ষক পল্লী এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল পরপর তিনটি বাড়ি। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধের সময় প্রথম আগুন লাগে শ্রীধাম টিকাদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ করে এই আগুন লাগে বলে স্থানীয় মানুষের দাবি। এরপর সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশাপাশি আরও দুটি বাড়িতে। আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাই। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

উত্তর প্রদেশের সম্ভলে ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের, কন্ডাক্টর-সহ মৃত্যু ৩ জনের

সম্ভল (উত্তর প্রদেশে), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী একটি বাস। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সম্ভল জেলার চান্দাউসি এলাকায়। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-বাসের কন্ডাক্টর শ্যাম সুন্দর (৩৮), জরিফ (৩৫) এবং শিবকুমার (৩২)ঊ কমবেশি আহত অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকালে মথুরা অভিমুখে যাচ্ছিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

সঙ্কটে দেশের অর্থনীতি রাজ্যসভায় দাবি চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রবল সঙ্কটে রয়েছে দেশের অর্থনীতি। সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম।

সোমবার সাধারণ বাজেট নিয়ে আলোচনায় রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে পি চিদম্বরম বলেন, ভারতীয় অর্থনীতি প্রবল সঙ্কটে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে সদর্থক পদক্ষেপ প্রশাসনকেই নিতে হবে। ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, তা মানতে চাইছে না প্রশাসন। ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ জানিয়েছেন, দেশের অর্থনীতি যদি রোগী হয়। তবে তাকে আইসিইউতে রাখা উচিত। কিন্তু কেন্দ্র কিছু অযোগ্য চিকিৎসক, যারা সবকা সাথ, সবকা বিকাশ বলে চিৎকার করছে, তাদের অধীনে অর্থনীতিকে রেখে দিয়েছে। রাজ্যসভায় আর্থিক সমীক্ষা উঠে আসা একটি পরিসংখ্যান নিয়েও কোনও আলোচনা হয়নি। বিগত আট মাস ধরে আমদানি নেতিবাচক পর্যায় চলে গিয়েছে।

পিরিওডিক লেবার ফোর্স ২০১৮ সালের রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি বলেন, বিগত ৪৫ বছরে বেকারত্বের হার সর্বাধিক। ২০১৭-১৮তে ন্যাশনাল সেম্পেল সার্ভের রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা উল্লেখজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি নিয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে অনীহা সরকারের। দেশের বেহাল আর্থিক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চিদম্বরমের নিদান, সাধারণ মানুষের হাতে টাকা থাকাটা একান্ত প্রয়োজন।

চিদম্বরমের আরও দাবি খাদ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ করার কথা ছিল ১,৮৪,০০০ কোটি টাকা। সেই জায়গায় বরাদ্দ করা হয়েছে ১০৮০০০ কোটি টাকা। কৃষিতে বরাদ্দ করার কথা ছিল ১৬১০০০ কোটি টাকা। সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছ ১২১০০০ কোটি টাকা। মিড ডে মিলে বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ১১ হাজার কোটি টাকা। সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে ৯৯০০ কোটি টাকা।

করোনাভাইরাস রোধে ১,৮১৮ বিমানের যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হয়েছে : হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস রোধে সমস্ত রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে লোকসভায় জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। এখনও পর্যন্ত ১৮১৮ বিমানের ১৯৭১৯২ যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সোমবার করোনাভাইরাস রোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, দেশের ১২টি বড় বন্দর এবং অন্যান্য ছোট বন্দরে নোঙর ফেলা জাহাজগুলির যাত্রী এবং নাবিকদের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। করোনার লক্ষণ থাকলে তাদের আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সদর্থক স্ক্রিনিংয়ের জন্য প্রতিটি বিমানবন্দরে চিকিৎসকের দল রাখা হয়েছে। এমনকি আইসোলেশনের জন্য বিমানবন্দরের পার্শবর্তী হাসপাতালগুলিকে তৈরি রাখা হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশ নেপালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, নেপাল সীমান্তে প্রতিটি চেকপোস্টে স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেপাল লাগোয়া সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকেও জনসচেতনতার কাজ চালানো হচ্ছে।

অস্ত্র সংবরণের পর রাজনৈতিক দল গড়ার কুকচাওয়াজ এনডিএফবি-র সব গোষ্ঠীর, স্বাগত হাগ্রামা-প্রমীলার

কোকরাঝাড় (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তা থেকে সরে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-র চার গোষ্ঠী। এবার এক নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার কুচকাওয়াজ শুরু করেছেন এনডিএফবি (আর), এনডিএফবি (প্রগ্রেসিভ), এনডিএফবি (ধীরেন), এনডিএফবি (সং)-এর সচিব বি সাওরাইগৌরা, ইউনাইটেড বড়ো পিপলস অর্গানাইজেশন, নিখিল বড়ো ছাত্র ইউনিয়ন (এবসু) নেতৃত্ব।

এদিকে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি) তথা নবনামাঙ্কিত বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এ নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের তোড়জোড়কে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের শরিক বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর বরিষ্ঠ নেত্রী প্রমীলারানি ব্রহ্ম এবং বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি। মহিলারির বক্তব্য, নতুন দল গঠন হলেও বিটিসি (বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল)-র আসন্ন নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না। এবারও বিটিসি নির্বাচনে বিপিএফই জয়ী হবে, জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে বিজেপি, অগপ এবং তাঁর দল বিপিএফ জোটবদ্ধ হয়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরকার গঠন করবে।

বিটিআর-এ নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম হচ্ছে, এ সম্পর্কে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী প্রমীলারানি ব্রহ্মের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন 'আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে অভারগ্রাউন্ডে এসেছেন। এবার একত্রিত হোক এনডিএফবি, তা আমি এবং সকলে সর্বান্তকরণে কামনা করছে। রাজনৈতিক দল গঠন করুন তাঁরা। এতে আমরা বাধা দেব না। এখন

ছয়ের পাতায় দেখুন

বেড়িমুড়া স্কুল মাঠে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কৃষকদের কাছ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্য সরকারের মূল উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কৃষি এবং পর্যটনে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করে তোলা। সেই দিশার দিকেই এগিয়ে চলেছে বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রটি। বামুটিয়াস্থিত বেড়িমুড়া স্কুল মাঠে আয়োজিত রাজ্য সরকার কর্তৃক সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ভাষণ রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের কৃষি ও পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়ের সূচনা করে কৃষি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বামুটিয়া এলাকা দীর্ঘকাল ধরেই কৃষিপ্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত। অথচ এই এলাকার কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বামুটিয়া এলাকার কৃষকরাও যাতে হাতের কাছেই সহায়ক মূল্যের ধান বিক্রির সুযোগ পান সেজন্যই রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক কৃষককে সহায়ক মূলে ধান বিক্রি করতে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি বামুটিয়া এলাকাকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার আশার বাণীও শুনিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলা ও মহকুমার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলিকে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বামুটিয়া এলাকা বাগিচা

ছয়ের পাতায় দেখুন

জাপানি জাহাজে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও ৬৬ জন

ইয়োকোহামা (জাপান), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কোয়ারেন্টাইনে রাখা জাপানি যাত্রীবাহী জাহাজে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও ৬৬ ব্যক্তি ঊ এ নিয়ে জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরের ওই জাহাজে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩৬। সোমবার এ তথ্য জানায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

এক সপ্তাহ ধরে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে জাপানি যাত্রিবাহী জাহাজ 'ডায়মন্ড প্রিন্সেস'। এখনও যাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নতুন করে করোনাভাইরাসে আরও ৬৬ জনের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে জাহাজটির ক্যাপ্টেন বলেন, 'আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে মানে এই না যে আমাদের কোয়ারেন্টাইন কাজ করছে না। আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়বে এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না, কারণ কোয়ারেন্টাইনে রাখার আগে যাত্রীরা একে অপরের সংস্পর্শে ছিলেন।'

চিনের মূল ভূখণ্ডের বাইরে নতুন করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এ জাহাজে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জাপান ছাড়াও চিন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, তাইওয়ান, ফিলিপাইন ও আর্জেন্টিনার নাগরিক রয়েছেন।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতিতে তুফানগঞ্জ পলিটেকনিকের শিক্ষকরা

তুফানগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করল তুফানগঞ্জ পলিটেকনিকের শিক্ষকরা। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারি পলিটেকনিক চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী যৌথ মঞ্চের ডাকে এই কর্মবিরতি পালন করা হয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক সৌম্যজিত মুখোপাধ্যায় জানান, '২০১২ সালের পর থেকে বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। প্রায় তিন মাস থেকে বেতনও বন্ধ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কর্মবিরতি ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। এতেও যদি আমাদের দাবি মানা না হয় তবে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।